Bismillahir Rahmanir Rahim

ABU DAUD SARIF (2nd volume)

Bangla Translation

Scanned by : www.Banglainternet.com

Part : 2nd volume, 6 para

Page 33-149.

پاره-٦

৬ষ্ঠ পারা

١٧٧. بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ فِى الصَّلٰوةِ

১৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় হাঁচির জওয়াব দেওয়া

٩٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمِيَاهُ مَاشَاْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلَى اَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ اَنَّهُمْ يُصَمِّتُوْنِىْ قَالَ عُثْمَانُ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُسْكِتُوْنِىْ لٰكِنِّىْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ مَاضَرَبَنِىْ وَلَا كَهَرَنِىْ وَلَاسَبَّنِىْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَا يَحِلُّ فِيْهَا شَىْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ هٰذَا اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَوْمٌ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَّقَدْ جَاءَنَا اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَاْتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَاْتِهِمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ قَالَ ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ فَلَا يَصُدُّنَّهُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَّخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَّافَقَ خَطَّهُ

 www.banglainternet.com

فَذَاكَ قَالَ قُلْتُ اِنَّ جَارِيَةً لِّيْ كَانَتْ تَرْعٰى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ اُحُدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ اِذَا اَطَّلَعْتُ عَلَيْهَا اطِّلَاعَةً فَاِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْهَا وَاَنَا مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ اٰسَفُ كَمَا يَاْسَفُوْنَ لٰكِنِّيْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظُمَ ذٰلِكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اَفَلَا اُعْتِقُهَا قَالَ اِئْتِنِيْ بِهَا فَجِئْتُ بِهَا فَقَالَ اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ـ

৯৩০। মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত মুয়াবিয়া ইব্নুল হাকাম আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। এ সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলি। তখন অন্যান্য লোকেরা আমার প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকায়। তখন আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাদের বলি ঃ তোমরা আমার প্রতি এরূপ বক্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের রানের উপর হাত মারছিল, ফলে আমি বুঝতে পারি যে, তারা আমাকে চুপ করতে বলছে।

রাবী উছমান (র) বলেন ঃ আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে, তখন আমি নিজেই চুপ করে থাকলাম। নামায সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে মারেন নাই, ধমক বা গালিও দেন নাই। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ মনে রাখবে এটা নামায, এর মধ্যে কথাবার্তা বলা অনুচিত। বরং নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র তাস্বীহ, তাকবীর ও কুরআনের আয়াত পাঠ করা যেতে পারে। অথবা রাসূলুল্লাহ (স) অনুরূপ কিছু বলেছেন। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লাম)। আমি অন্ধকার যুগের অতি নিকটের লোক, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদের দীন ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে এখনও অনেক লোক এরূপ আছে যারা গণকের নিকট গমন করে থাকে। জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা তাদের নিকট গমন কর না। তখন আমি বলি ঃ আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে 'যারা ফাল্' বা কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাসী। জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ এটা এমন একটি ধারণা যা তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে । তখন আমি বলি ঃ আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা রেখা টেনে ভাগ্যবিধি নির্ধারণ করে থাকে। জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ পূর্ববর্তী কোন কোন নবীও এর সাহায্য নিয়েছেন, কাজেই যার রেখা তার ভাগ্যের অনুকূল হবে, তা তার জন্য সংগত। তখন আমি বলি ঃ আমার একটি দাসী আছে যে ওহোদ ও জাওনিয়াহ নামক স্থানে বকরী চরায়। একদা আমি সেখানে গিয়ে দেখি নেকড়ে বাঘ একটি বকরী নিয়ে গেছে এবং আমি আদম সন্তান হিসাবে এজন্য দুঃখিত ও

রাগান্বিত হয়ে তাকে চপেটাঘাত করি। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এটাকে ঘোরতর অপরাধ হিসাবে গণ্য করেন। তখন আমি বলি ঃ আমি কি তাকে আযাদ করে দেব? তখন নবী করীম (স) সেই দাসীকে তাঁর নিকট আনার নির্দেশ দেন। তখন আমি তাকে তাঁর (স), খিদমতে উপস্থিত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আল্লাহ তাআলা কোথায় অবস্থান করেন ? জবাবে সে বলে ঃ আসমানে। তখন তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমি কে ? জবাবে দাসী বলে ঃ আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তাকে আযাদ করে দাও, কেননা সে একজন ঈমানদার স্ত্রীলোক -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُلِّمْتُ أُمُوْرًا مِنْ أُمُوْرِ الاِسْلاَمِ فَكَانَ فِيْمَا عُلِّمْتُ اَنْ قِيْلَ لِيْ اِذَا عَطِسْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ وَ اِذَا عَطَسَ الْعَاطِسُ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَقُلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ قَالَ فَبَيْنَمَا اَنَا قَائِمٌ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ رَافِعًا بِهَا صَوْتِيْ فَرَمَانِي النَّاسُ بِاَبْصَارِهِمْ حَتّٰى اَحْتَمَلَنِيْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ مَالَكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَيَّ بِاَعْيُنٍ شُزْرٍ قَالَ فَسَبَّحُوْا فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قِيْلَ هٰذَا الاَعْرَابِيُّ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيْ اِنَّمَا الصَّلٰوةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذٰلِكَ شَاْنُكَ فَمَا رَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ اَرْفَقَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৯৩১। মুহাম্মাদ ইবন ইউনুস (র) ..... মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস্‌-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে আগমনের পর আমাকে শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। এ সময় আমাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যখন তুমি হাঁচি দিবে তখন "আল্‌হামদু লিল্লাহ" বলবে এবং যখন অন্য কাউকে হাঁচি দেওয়ার পর "আলহামদু লিল্লাহ" বলতে শুনবে,তখন তুমি "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলবে। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করাকালে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে "আল্‌হামদু লিল্লাহ" বললে আমি তার জবাবে উচ্চ রবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলি। তখন উপস্থিত জনগণ আমার প্রতি বক্র

দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে, যা আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। তখন আমি তাদের সম্বোধন করে বলি ঃ তোমরা আমার প্রতি এরূপ দৃষ্টিতে কেন তাকাচ্ছ ?

রাবী বলেনঃ অতঃপর লোকেরা 'তাসবীহ' বা সুবহানাল্লাহ বলেন। অতঃপর নামায সমাপনান্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, নামাযের সময় কে কথা বলেছে? জবাবে তাঁকে জানানো হয় যে, এই বেদুইন লোকটি কথা বলেছে। রাবী বলেনঃ তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কাছে ডেকে বলেন ঃ মনে রেখ, নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র কুরআন পাঠ ও আল্লাহ্‌র যিকিরই হয়ে থাকে। কাজেই যখন তুমি নামায আদায় করবে, তখন তোমার এরূপ অবস্থা হওয়া দরকার। রাবী বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অধিক দয়ালু ও বিনয়ী কোন শিক্ষক কখনও দেখি নাই।

١٧٨- بَابُ التَّأْمِيْنِ وَرَاءَ الْإِمَامِ

১৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পিছনে আমীন বলা সম্পর্কে

٩٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حُجْرٍ اَبِى الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ـ

৯৩২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ..... ওয়াইল ইব্‌ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "ওয়ালাদ্দাল্লীন " পাঠ করার পর জোরে "আমীন" বলতেন ... (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٩٣٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيْرِيُّ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ صَلّٰى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَجَهَرَ بِاٰمِيْنَ وَ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ ـ

৯৩৩। মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ (র) ..... ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করাকালে তিনি উচ্চ স্বরে আমীন বলেন এবং (নামায শেষে) ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরান এভাবে যে — আমি তার গণ্ডদেশের সাদা অংশ পরিষ্কারভাবে দেখি।

٩٣٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰى عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمِّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَلاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ حَتّٰى يَسْمَعَ مِنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ـ

৯৩৪। নাসর ইব্ন আলী (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-র চাচাত ভাই হযরত আবু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "গায়রিল্ মাগ্দূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন " পাঠের পর এমন জোরে "আমীন' বলতেন যে, প্রথম কাতারের তাঁর নিকটবর্তী লোকেরা এই শব্দ শুনতে পেত - - (ইব্ন মাজা)।

٩٣٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৯৩৫। আল্ - কানাবী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন ইমাম "গাইরিল মাগ্দূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলবে, তখন তোমরা "আমীন" বল। কেননা যার আমীন শব্দটি ফেরেশ্তার উচ্চারিত আমীন শব্দের সাথে মিশ্রিত হবে, তার অতীতের যাবতীয় (সগীরাহ) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে ... (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা) ।

٩٣٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ ـ

৯৩৬। আল্ - কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে।

কেননা যে ব্যক্তির আমীন শব্দ ফেরেশ্‌তার আমীন শব্দের সাথে মিলবে তার পূর্ব-জীবনের সমস্ত গোনাহ মার্জিত হবে — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা) । ইব্‌ন শিহাব (রহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) - ও 'আমীন' বলতেন।

٩٣٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ رَاهْوَيْهِ اَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ بِلاَلٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَسْبِقْنِىْ بِاٰمِيْنَ ـ

৯৩৭। ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি আমার আগে 'আমীন' বলবেন না। [১]

٩٣٨- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِىُّ وَ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ نَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ صُبَيْحِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُحَرِّرِ الْحِمْصِىِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُصْبَحٍ الْمَقْرَئِىُّ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ اِلٰى اَبِىْ زُهَيْرٍ النُّمَيْرِىِّ وَ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَيَتَحَدَّثُ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ فَاِذَا دَعَا الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَاءٍ قَالَ اخْتِمْهُ بِاٰمِيْنَ فَاِنَّ اٰمِيْنَ مِثْلُ الطَّابِعِ عَلَى الصَّحِيْفَةِ قَالَ اَبُوْ زُهَيْرٍ اُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَلَحَّ فِى الْمَسْئَلَةِ فَوَقَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْجَبَ اِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ بِاَىِّ شَىْءٍ يَخْتِمُ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ اِنْ خَتَمَ بِاٰمِيْنَ فَقَدْ اَوْجَبَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِىْ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَتَى الرَّجُلَ فَقَالَ اخْتِمْ يَافُلاَنُ بِاٰمِيْنَ وَ اَبْشِرْ وَ هٰذَا لَفْظُ مَحْمُوْدٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْمَقْرَائِىُّ قَبِيْلَةٌ مِّنْ حِمْيَرَ ـ

৯৩৮। আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা আদ-দিমাশকী (র) ..... আবু মুসাব্বিহ আল-মাকরাঈ (রহ) বলেন, আমরা হযরত আবু যোহায়ের আন-নুমায়রী (রা)-র খিদমতে বসতাম এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তিনি উত্তম হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন। অতঃপর আমাদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি যখন কোনরূপ দু'আ করত তখন তিনি বলতেন ঃ তোমরা আমীন শব্দের উপর দু'আ শেষ করবে। কেননা আমীন শব্দটি ঐশী গ্রন্থের মোহর বা সীলস্বরূপ। এ প্রসংগে আমি তোমাদের কাছে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে চাই।

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ হলেও তখনও বিলাল ইব্‌ন আবু রিবাহ (রা)-র পাঠ শেষ হত না। তাই তিনি একথা বলেন। — অনুবাদক

এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বাইরে গমন করি। এসময় আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হই, যিনি অনেক অনুনয়-বিনয় সহকারে দু'আ করেন । নবী করীম (স) তার কথা শ্রবণের জন্য সেখানে দণ্ডায়মান হন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি সে শেষ করে তবে তার দু'আ কবুল হবে। এ সময় সমবেত লোকদের মধ্য হতে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ঃ সে কোন্ জিনিসের উপর (দু'আ) শেষ করবে ? তিনি বলেন, যদি সে আমীনের উপর দু'আ শেষ কর। কেননা যদি সে আমীনের উপর তার দু'আ সমাপ্ত করে তবে তার দু'আ কবুল হবে। অতঃপর প্রশ্নকারী ব্যক্তি দু'আয় রত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, যিনি তখন দু'আর মধ্যে মশ্‌গুল ছিলেন । তখন তিনি তাঁকে বলেন ঃ তুমি আমীন শব্দের উপর তোমার দু'আ শেষ কর এবং সাথে সাথে দু'আ কবুলের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

١٧٩- بَابُ التَّصْفِيْقِ فِى الصَّلٰوةِ

১৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে হাতে তালি দেওয়া

٩٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ-

৯৩৯। কুতায়বা ইব্‌ন সায়ীদ (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ নামাযের মধ্যে ইমামের কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে পুরুষেরা "সুবহানাল্লাহ" বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা হাতের উপর হাত তালি মেরে শব্দ করবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী ইব্‌ন মাজা)।

٩٤٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَهَبَ اِلٰى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَ حَانَتِ الصَّلٰوةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اَتُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَاُقِيْمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ النَّاسُ فِى الصَّلٰوةِ فَتَخَلَّصَ حَتّٰى وَقَفَ فِى الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ

يَلْتَفِتُ فِي الصَّلٰوةِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ اِلْتَفَتَ فَرَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا اَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ اسْتَاْخَرَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اسْتَوٰى فِي الصَّفِّ وَ تَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَّا مَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَّا كَانَ لِابْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ اَنْ يُّصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَالِيْ رَاَيْتُكُمْ اَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيْحِ مَنْ نَّابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّهُ اِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ اِلَيْهِ وَ اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ هٰذَا فِي الْفَرِيْضَةِ ـ

৯৪০। আল্ কানাবী (র) ..... হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বানূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের বিবাদ মীমাংসার জন্য গমন করেন। তখন নামাযের সময় উপস্থিত হলে মুআয্যিন (হযরত বিলাল রা) হযরত আবু বাক্র (রা) – কে বলেন ঃ আপনি কি জামাআতে নামাযের ইমামতি করবেন? তখন তিনি স্বীকৃতি প্রদান করায় ইকামত দেয়া হলে হযরত আবু বাক্র (রা) নামায শুরু করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করেন যে, তখন নামায আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তিনি পিছন হতে সামনের কাঁতারে গিয়ে দণ্ডায়মান হন। মুসুল্লীরা তাঁকে দেখে হাতের উপর হাত মেরে শব্দ করছিল, কিন্তু হযরত আবূ বাক্র (রা) এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করনে নাই। অতঃপর শব্দ অধিক হওয়ার কারণে তিনি সে দিকে খেয়াল করতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দর্শন করেন (এবং সাথে সাথেই পিছনের দিকে সরে আসতে চেষ্টা করেন)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশারায় তাঁকে স্বীয় স্থানে অবস্থানের নির্দেশ দেন। তখন হযরত আবু বাক্র (রা) স্বীয় হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করে এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং পশ্চাতে সরে এসে কাতারে শামিল হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইমামের স্থানে গমন করে নামায সমাপনান্তে হযরত আবু বাক্র (রা)–কে বলেনঃ হে আবু বাক্র ! আমার নির্দেশ সত্ত্বেও কিসে তোমাকে ইমামের স্থানে অবস্থান করতে বাধা দিয়েছে ? জবাবে তিনি বলেনঃ আবু কুহাফার পুত্রের (আবু বাক্র) জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে ইমামতি করা শোভা পায় না।

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ তোমরা হাতের উপর হাত মেরে নামাযের মধ্যে এত বেশী শব্দ কেন করলে ? যদি ইমামের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে তোমরা "সুবহানাল্লাহ" বলবে। কেননা তোমাদের সুব্হানাল্লাহ্ বলা শুনলে ইমাম সেদিকে খেয়াল করবে। নামাযের মধ্যে হাতের উপর হাত মেরে শব্দ করা কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য নির্ধারিত — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ এটা কেবলমাত্র ফরয নামাযের বেলায় প্রযোজ্য।

٩٤١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ لِبِلَالٍ اِنْ حَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ وَلَمْ اٰتِكَ فَمُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ اَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ اَقَامَ ثُمَّ اَمَرَ اَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ قَالَ فِىْ اٰخِرِهِ اِذَا تَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ ـ

৯৪১। আমর ইব্ন আওন (র) ..... হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বানূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষের খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছানোর পর তিনি যোহরের নামায আদায় করে তাদের মধ্যে সন্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য গমন করেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে বলেনঃ আমি যদি আসরের সময় ফিরে না আসতে পারি, তবে আবু বাক্র (রা)-কে নামায পড়াতে বলবে। অতঃপর আসরের নামাযের সময় হলে হযরত বিলাল (রা) আযান ও ইকামাত দেওয়ার পর হযরত আবু বাক্র (রা)-কে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত আবু বাক্র (রা) ইমামতির স্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নামায শুরু করেন।

রাবী হাদীছের শেষাংশে মহানবী (স)-এর একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যখন তোমরা নামাযে ইমামের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাও তখন পুরুষেরা "সুব্হানাল্লাহ" এবং স্ত্রীলোকেরা "হাতে তালি দিয়ে" শব্দ করবে।

٩٤٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ نَا عِيْسَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ قَوْلُهُ التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ تَضْرِبُ بِاِصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِيْنِهَا عَلٰى كَفِّهَا الْيُسْرٰى ـ

৯৪২। মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) ..... ঈসা ইব্ন আইয়ূব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

স্ত্রীলোকদের জন্য হাতে হাত মেরে শব্দ করার পদ্ধতি এই যে, তারা ডান হাতের অঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের তালুতে মারবে।

١٨٠. بَابُ الْاِشَارَةِ فِى الصَّلٰوةِ

১৮০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ইশারা করা সম্পর্কে

٩٤٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُشِيْرُ فِى الصَّلٰوةِ ـ

৯৪৩। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনে ইশারা করতেন। (যেমন কেউ সালাম করলে তিনি মাথার ইশারায় তার জবাব দিতেন। অবশ্য তা নফল নামায আদায়ের সময় করতেন)।

٩٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ نَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ اَبِىْ غَطَفَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ يَعْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ اَشَارَ فِىْ صَلاَتِهِ اِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ لَهَا يَعْنِى الصَّلٰوةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَهْمٌ ـ

৯৪৪। আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ নামাযের মধ্যে (ইমামের ত্রুটি-বিচ্যুতি জ্ঞাতার্থে) পুরুষগণ "সুবহানাল্লাহ" বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা "হাতের উপর হাত মারবে"। এ ধরনের ইশারার দ্বারা ইমাম তার নামাযের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে তা সঠিকভাবে আদায় করবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন ঃ এই হাদীছটি সন্দেহজনক।

١٨١. بَابُ مَسْحِ الْحَصٰى فِى الصَّلٰوةِ

১৮১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে পাথর অপসারণ সম্পর্কে

٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ شَيْخٍ مِّنْ اَهْلِ

الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا ذَرٍ يَرْوِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحُ الْحَصٰى -

৯৪৫। মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আবু যার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযে রত হয়, তখন তার সম্মুখভাগ হতে রহমত নাযিল হয়। অতএব নামাযী ব্যক্তি যেন সম্মুখ ভাগের পাথর (ইত্যাদি) অপসারণ না করে (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)। ১

٩٤٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْسَحْ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ فَاِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةٌ لِّلْحَصٰى -

৯৪৬। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... মুআয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা নামাযে রত অবস্থায় (সিজ্দার স্থান হতে) কিছু অপসারিত করবে না। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে একবার পাথরকণা সরিয়ে সমতল করতে পার (বুখারী, মুসলিম, নাসঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

١٨٢. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ مُخْتَصِرًا

১৮২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সময় কোমরে হাত রাখা

٩٤٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِخْتِصَارِ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى خَاصِرَتِهِ -

৯৪৭। ইয়াকূব ইব্ন কাব (র) ..... মুআয়কীব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে 'ইখতিসার' করতে নিষেধ করেছেন - -

(১) অবশ্য বেশী অসুবিধা হলে পাথর বা অন্য জিনিস সিজ্দা বা রুকূর স্থান হতে এমনভাবে অপসারণ করা যেতে পারে, যাতে নামাযের কোন ক্ষতি না হয়। — (অনুবাদক)

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা) । ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এর অর্থ হল পেটের পার্শদেশে হাত রেখে (ভর দিয়ে) দণ্ডায়মান হওয়া। ১

١٨٣. بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى عَصًا

১৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ লাঠির উপর ভর করে নামাযে দাঁড়ানো

٩٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْوَابِصِىُّ نَا اَبِىْ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقَالَ لِىْ بَعْضُ اَصْحَابِىْ هَلْ لَّكَ فِىْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ غَنِيْمَةٌ فَدَفَعْنَا اِلٰى وَابِصَةَ قُلْتُ لِصَاحِبِىْ نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ اِلٰى دَلِّهٖ فَاِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لَاطِيَةٌ ذَاتُ اُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ اَغْبَرَ وَاِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى عَصًا فِى صَلٰوتِهٖ فَقُلْنَا بَعْدَ اَنْ سَلَّمْنَا فَقَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُوْدًا فِىْ مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ـ

৯৪৮। আবদুস সালাম ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... হেলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন শাম (সিরিয়া) দেশের রাক্কা নামক শহরে যাই, তখন আমার কোন একজন সাথী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ আছে কি? আমি বলি, এটা তো আমার জন্য গনীমত স্বরূপ। তখন তিনি আমাকে হযরত ওয়াবিছা (রা)-র খিদমতে নিয়ে যান। আমি আমার সংগীকে বলি, আমরা প্রথমে বেশভুষার প্রতি নজর করব। আমরা তাঁর মস্তকের সাথে মিলিত একটি টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই, যার দুই দিক কানের মত উচু ছিল এবং সেটা রেশম ও পশম দ্বারা তৈরী ছিল। তিনি (বয়ঃবৃদ্ধির কারণে) লাঠিতে ভর দিয়ে নামায আদায় করছিলেন। (নামায শেষে) সালাম ফেরানোর পর আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, (আপনি লাঠিতে ভর দিয়ে কিরূপে নামায আদায় করলেন এটা কি জায়েয) ? তিনি বলেন, উম্মে কায়েস বিন্তে মিহসান (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বয়ঃবৃদ্ধির ফলে যখন তাঁর শরীরের গোশত ঢিলা হয়ে যায়, তখন (দুর্বলতার কারণে) তিনি নামায আদায়ের জন্য তাঁর জায়নামাযের নিকট লাঠি রাখেন এবং তাতে ভর দিয়ে নামায আদায় করতেন।

১. কেউ কেউ বলেন, ইখতিসার শব্দের অর্থ হল কোমরে হাত রেখে অথবা কোমরে কোন বস্তুর ঠেস লাগিয়ে নামায পড়া।

١٨٤. بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْكَلاَمِ فِى الصَّلٰوةِ

১৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ

٩٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا هُشَيْمٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كَانَ اَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ اِلٰى جَنْبِهٖ فِى الصَّلٰوةِ فَنَزَلَتْ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَ نُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ ـ

৯৪৯। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ..... হযরত যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (ইসলামের সূচনাকালে) আমরা নামাযের মধ্যে পার্শবর্তী ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করতাম। এ সময় আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ "তোমরা আল্লাহ্র একান্ত অনুগত বান্দা হিসাবে (নামাযের মধ্যে) দণ্ডায়মান হও।" এ সময় আমাদেরকে নামাযের মধ্যে নীরবতা পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয় — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٨٥. بَابُ فِىْ صَلٰوةِ الْقَاعِدِ

১৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে

٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلٍ يَعْنِى ابْنَ يَسَافٍ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلٰوةِ فَاَتَيْتُهٗ فَوَجَدْتُّهٗ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى رَاْسِىْ فَقَالَ مَالَكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّكَ قُلْتَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلٰوةِ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ ـ

৯৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বসে নামায আদায় করলে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার অর্ধেক ছওয়াব পাওয়া যায়। (এতদশ্রবণে) আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁর (সা)

খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে বসে নামায আদায় করতে দেখি। এতদ্দর্শনে আমি আশ্চর্যন্বিত হয়ে মাথায় হাত রাখি। এ অবস্থায় তিনি (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ! তোমার কি হয়েছে ? জবাবে আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আমার নিকট হাদীছ বর্ণিত হয়েছিল যে, আপনি বলেছেন যে, বসে নামায আদায়কারী অর্ধেক ছওয়াব প্রাপ্ত হয়, অথচ আপনি নিজেই বসে নামায আদায় করছেন। জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ হাঁ, আমি এইরূপ বলেছি, কিন্তু আমি তোমাদের তুল্য নই (মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ صَلَاتُهُ قَائِمًا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا ـ

৯৫১। মুসাদ্দাদ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ বসে নামায আদায় করার চাইতে দণ্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করা উত্তম এবং বসে নামায আদায় করলে দাঁড়ানোর অর্ধেক ছওয়াব পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন ঃ শুয়ে নামায আদায় করলে বসে নামায আদায়ের অর্ধেক ছওয়াব যাওয়া যাবে । সবুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা) ।

٩٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِيَ النَّاصُوْرُ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ ـ

৯৫২। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পাঁজরের মধ্যে ব্যথা থাকায় নামায আদায়কালে অসুবিধা হত। এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি (সা) বলেন ঃ সম্ভব হলে তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে, এতে অসুবিধা হলে বসে নামায পড়বে এবং তাতেও অপারগ হলে শুয়ে পার্শ্বদেশের উপর ভর করে নামায আদায় করবে – (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী) ।

٩٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتّٰى دَخَلَ فِى السِّنِّ فَكَانَ يَجْلِسُ فِيْهَا فَيَقْرَأُ حَتّٰى اِذَا بَقِىَ اَرْبَعُوْنَ اَوْثَلٰثُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ -

৯৫৩। আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত কোন দিন বসে নামায আদায় করতে দেখি নাই। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বসে সূরা পাঠ করতেন। ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে তা শেষ করত রুকূ- সিজ্‌দা করতেন ..... (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٩٥٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ فَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ -

৯৫৪। আল্- কানাবী (র) ..... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (বৃদ্ধ বয়সে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নফল নামাযে বসে কিরাআত পাঠ করতেন। অতঃপর ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে তিনি দণ্ডায়মান হয়ে তার পাঠ সমাপ্ত করতঃ রুকূ এবং সিজ্‌দা করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপভাবে আদায় করতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ এই হাদীছটি হযরত আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস (র) হযরত আয়েশা (রা) হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করছেন।

٩٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ وَاَيُّوْبَ

يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَّ اِذَا صَلّٰى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ـ

৯৫৫। মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও রাত্রিতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে এবং কখনও দীর্ঘ সময় বসে নামায আদায় করতেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, তখন রুকূও ঐ অবস্থায় করতেন এবং যখন বসে নামায আদায় করতেন তখন রুকূও ঐ অবস্থায় করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقْرَأُ السُّوَرَ فِىْ رَكْعَةٍ قَالَتِ الْمُفَصَّلَ قَالَ قُلْتُ فَكَانَ يُصَلِّىْ قَاعِدًا قَالَتْ حِيْنَ حَطَمَهُ النَّاسُ ـ

৯৫৬। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক রাকাতে কি একটি সূরা তিলাওয়াত করতেন? জবাবে তিনি বলে ঃ হাঁ 'মুফাসসাল' অর্থাৎ দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন। রাবী বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি (স) কি বসে নামায আদায় করতেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ যখন তাঁর বয়স অধিক হয়ে যায়, তখন তিনি বসে নামায পড়তেন।

١٨٦- بَابُ كَيْفَ الْجُلُوْسُ فِى التَّشَهُّدِ

১৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদ পাঠের সময় বসার ধরন সম্পর্কে

٩٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَّائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّىْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ

حَتّٰى حَاذَتَا بِاُذُنَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَقَ حَلْقَةً وَّرَاَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَ حَلَقَ بِشْرٌ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ـ

৯৫৭। মুসাদ্দাদ (র) ..... ওয়ায়েল ইব্ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতির প্রতি নজর করি। আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিব্‌লামুখী হয়ে দণ্ডায়মান হন। অতঃপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে স্বীয় উভয় হস্ত কান পর্যন্ত উঠান এবং পরে ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরেন। পরে যখন তিনি রুকূ করার ইরাদা করেন, তখন তিনি উভয় হস্ত অনুরূপভাবে উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিয়ে, বাম হাত উক্ত পায়ের রানের উপর রাখেন এবং ডান হাতের কনুই ডান পা হতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখেন এবং কনিষ্ঠ ও অনামিকা অংগুলীদ্বয়কে গুটিয়ে রাখেন এবং বৃদ্ধাংগুলীকে মধ্যমার সাথে মিশ্রিত করে বৃত্তাকারে রাখেন। অতঃপর আমি তাঁকে এরূপ করতে দেখেছি। (রাবী বলেনঃ) অতঃপর বিশর তাঁর বৃদ্ধাংগুলীকে মধ্যমার সাথে মিলিয়ে বৃত্তাকারে রাখেন এবং শাহাদাত অংগুলী দ্বারা ইশারা করেন — (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। (বসে তাশাহহুদ পড়ার সময় "আশ্‌হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলাকালে এরূপ ইশারা করা মুস্তাহাব — অনুবাদক) ।

٩٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِى رِجْلَكَ الْيُسْرٰى ـ

৯৫৮। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)- ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে (তাশাহ্‌হুদের সময়) তোমার ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে দেয়া সুন্নত। [১]

٩٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ

১. ৯৫৮ নং হাদীছ থেকে ৯৬২ নং হাদীছ পর্যন্ত মোট পাঁচটি হাদীছ আল-লুলুঈ-র রিওয়ায়াতে নেই। তাই তা মুনযিরীর সংক্ষিপ্ত সংকেরণেও নেই এবং ভারতীয় সংস্করণেও নেই। কিন্তু একটি সহীহ সংস্করণে তা পাওয়া গেছে যা আল-মিযযী (র) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন — (আওনুল মাবূদ, ৩খ, পৃ.২৪১-২)।

يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى وَتَنْصِبَ الْيُمْنٰى -

৯৫৯। ইব্‌ন মুআয (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, নামাযের মধ্যে সুন্নাত এই যে, তুমি তোমার বাম পা (তাশহহুদের অবস্থায়) বিছিয়ে দেবে এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে।

٩٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيٰى بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى اَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ جَرِيْرٌ -

৯৬০। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ..... এই সনদসূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٩٦١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ اَرَاهُمُ الْجُلُوْسَ فِى التَّشَهُّدِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

৯৬১। আল-কানাবী (র)..... ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রহ) থেকে বর্ণিত। আল-কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রহ) তাদেরকে তাশাহহুদে বসার নিয়ম দেখিয়েছেন। - - - অতপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٩٦٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى اَسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ -

৯৬২। হান্নাদ ইব্‌নুস-সারী (র) ..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স) নামাযে বাম পা বিছিয়ে বসতেন। ফলে তাঁর পায়ের পাতার উপরের দিক কালো হয়ে গিয়েছিল।

١٨٧- بَابُ مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِى الرَّابِعَةِ

১৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ চতুর্থ রাকাতে পাছার উপর বসা সম্পর্কে

٩٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ اَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ

بِي بْنَ جَعْفَرٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى نَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَحْمَدُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِىَّ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوْا فَاَعْرِضْ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَ يَفْتَحُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ اِذَا سَجَدَ ثُمَّ يُقِرُّ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَ يَثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِى الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ زَادَ اَحْمَدُ قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّىْ وَلَمْ يَذْكُرَا فِىْ حَدِيْثِهِمَا الْجُلُوْسَ فِى الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ ـ

৯৬৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ..... আবু হুমায়দ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই হাদীছটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর নিকট হতে শ্রবণ করেছি। রাবী আহমাদ ইব্‌ন হাম্‌বল (র) বলেন ঃ আমার নিকট আবদুল হামীদ — মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আবু হুমায়েদ সাইদী (রা)-কে দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে এরূপ বলতে শুনেছি, যাঁদের মধ্যে হযরত আবু কাতাদা (রা)- ও উপস্থিত ছিলেন। আবু হুমায়েদ (রা) বলেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ। তখন তাঁরা বলেন ঃ তবে আপনি বর্ণনা করুন। তখন তিনি এই হাদীছটি বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ তিনি (স) সিজ্‌দার সময় দুই পায়ের আংগুলগুলো কিবলামুখী করে রাখতেন, অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজ্‌দা হতে মাথা উঠাতেন। এই সময় তিনি (স) বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপভাবে আদায় করতেন। অতঃপর হাদীছের বাকী অংশ বর্ণনা প্রসংগে তিনি আরো বলেন ঃ যখন তিনি (স) সর্বশেষ রাকাতের জন্য সিজ্‌দা করতেন, তখন তিনি (স) তার বাম পা একটু দূরে স্থাপন করে পাছার উপর বসতেন। ইমাম আহমাদ তাঁর বর্ণনায় আরো বলেন ঃ অতঃপর উপস্থিত সকলে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করে বলেন ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি (সা) এভাবেই নামায আদায় করতেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ উপরোক্ত দুইজন রাবীর বর্ণনায় তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাতে কিরূপে বসতেন তার কোন উল্লেখ নাই (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩٦٤- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَّعَ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَ لَمْ يَذْكُرْ اَبَا قَتَادَةَ قَالَ فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الْاَخِيْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَجَلَسَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ -

৯৬৪। ঈসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীর মধ্যে বসা ছিলেন। এ সময় উপরোক্ত হাদীছটি আলোচিত হয়। তবে তাতে হযরত আবু কাতাদা (রা)-র নাম উল্লেখ নাই। রাবী বলেন ঃ যখন তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাতের পরে বসতেন, তখন বাম পায়ের উপর ভর করে বসতেন এবং যখন তিনি (স) শেষ বৈঠকে বসতেন, তখন বাম পা সামনে এগিয়ে দিয়ে এবং পাছার উপর ভর করে বসতেন।

٩٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِىْ مَجْلِسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَاِذَا قَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَاِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ اَفْضٰى بِوَرِكِهِ الْيُسْرٰى اِلَى الْاَرْضِ وَاَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَّاحِيَةٍ وَّاحِدَةٍ-

৯৬৫। কুতায়বা (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর আমেরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনার মজলিসে আমি হাজির ছিলাম। রাবী বলেন ঃ তিনি (স) যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য বসতেন তখন বাম পায়ের পাতার পেটের উপর ভর করে বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি (স) যখন চতুর্থ রাকাতে বসতেন, তখন তাঁর বাম পাছাকে যমীনের সাথে মিলিয়ে দিতেন এবং পদদ্বয় ডান দিকে বের করে দিতেন (অর্থাৎ মহিলারা যেভাবে বসে সেভাবে বসতেন।)

٩٦٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبُوْ بَدْرٍ نَا زُهَيْرٌ اَبُوْ خَيْثَمَةَ نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَا عِيْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ اَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ اَبُوْهُ قَذُكِرَ فِيْهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلٰى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصَدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَ نَصَبَ قَدَمَهُ الْاُخْرٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْاُخْرٰى فَكَبَّرَ كَذٰلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِذَا هُوَ اَرَادَ اَنْ يَّنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيْرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فِيْ حَدِيْثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ اِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ـ

৯৬৬। আলী ইব্নুল হুসায়েন (র) ..... হযরত আব্বাস অথবা আয়্যাশ ইব্ন সাহল সাইদী (র) হতে বর্ণিত। একদা তিনি এমন এক মজলিসে ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতাও উপস্থিত ছিলেন। রাবী বলেন ঃ তিনি (স) যখন সিজ্দা করেন তখন তিনি দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতার উপর ভর করেন। অতঃপর যখন তিনি (স) বসেন, তখন এক পায়ের উপর ভর করে পাছার উপর বসেন এবং অন্য পা খাড়া করে রাখেন। পরে তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজ্দায় গমন করেন এবং সেখান হতে আল্লাহু আকবার বলে দণ্ডায়মান হন এবং এই সময়ে তিনি পাছার উপর ভর করে বসেন নাই। এভাবেই তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাতের পর উপবেশন করেন। বৈঠক শেষে তিনি (স) 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়ান এবং পরবর্তী দুই রাকাত আদায় করেন। অতঃপর সর্বশেষ বৈঠকে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরান।

٩٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو اَخْبَرَنِيْ فُلَيْحٌ اَخْبَرَنِيْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اِجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ اِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَ لَاالْجُلُوْسَ قَالَ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهِ ـ

৯৬৭। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ..... আব্বাস ইব্ন সাহল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আবু হুমায়েদ, আবু উসায়েদ, সাহল ইব্ন সাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা

(রা) এক স্থানে সমবেত হন। এ সময় রাবী এই হাদীছটি বর্ণনা করেন। রাবী প্রসংগত বলেন, উক্ত হাদীছে হস্ত উত্তোলন সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নাই। তিনি (স) দ্বিতীয় সিজ্‌দার পর বাম পা বিছিয়ে দেন এবং ডান পায়ের আগুল কিব্‌লামুখী করে দেন।

١٨٨- بَابُ التَّشَهُّدِ

১৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্‌হুদের বর্ণনা

٩٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَّفُلَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْلُوا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَلٰكِنْ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ ذٰلِكَ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ اَحَدُكُمْ مِّنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ بِهِ -

৯৬৮। মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে রত থাকা অবস্থায় তাশাহ্‌হুদের মধ্যে "ওয়া আলা ইবাদিহীস্‌ সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান" –এর পূর্বে "আস্‌সালামু আলাল্লাহে" বলতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা 'আস্‌সালামু আলাল্লাহে' বল না ; কেননা আল্লাহ পাক নিজেই 'সালাম' বা শান্তি বর্ষণকারী। আর তোমরা যখন তাশাহ্‌হুদের সময় বসবে তখন অবশ্যই পড়বে "আওাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত্‌ তায়্যেবাতু আস্‌-সালামু আলায়কা আয়্যুহান-নাবীয়্যু ওয়ারহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আল-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন"। তোমরা যখন এটা পাঠ করবে তখন এর ছাওয়াব আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যে সমস্ত নেক বান্দা রয়েছেন তাদের উপর পৌছবে। অতঃপর তিনি (স) "আশ্‌হাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" পাঠ করতে বলনে। অতঃপর তোমরা নিজেদের পছন্দনীয় উত্তম দু'আ বেছে নিয়ে তা পাঠ করবে -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٩٦٩- حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ اَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِى مَا نَقُوْلُ اِذَا جَلَسْنَا فِى الصَّلٰوةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ شَرِيْكٌ وَنَا جَامِعٌ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ وَعَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَبِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَا هُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا ـ

৯৬৯। তামীম ইবনুল মুন্‌তাসির (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাশাহ্‌হুদের মধ্যে কি পাঠ করতে হবে তা আমরা জানতাম না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানতেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

রাবী শুরায়েক (র) বলেন ঃ জামে ..... আবু ওয়ায়েল হতে, তিনি আবদুল্লাহ হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আরো বলেন ঃ তিনি (স) আমাদের নিম্নোক্ত বাক্যগুলি শিখাতেন, কিন্তু তাশাহ্‌হুদের মত (জরুরী হিসাবে) নয়। যথা ঃ

"আল্লাহুম্মা আল্লেফ বায়না কুলূবেনা ওয়া আস্‌লেহ্ যাতা বায়্‌নানা ওয়াহ্‌দিনা সুবুলাস্ সালাম ওয়া নাজ্জেনা মিনায যুলুমাতে ইলান-নূর ওয়া জান্‌নেব্‌নাল্ ফাওয়াহিশা মা যাহারা মিন্‌হা ওয়ামা বাতানা ওয়া বারেক লানা ফী আস্‌মাইনা ওয়া আব্‌সারেনা ওয়া কুলূবেনা ওয়া আয্‌ওয়াজেনা ওয়া যুররিয়াতেনা ওয়াতুব্ আলায়না ইন্নাকা আন্‌তাত্ তাওয়াবুর রাহীম, ওয়াজ্‌আলনা শাকেরীনা লে-নিমাতিকা মুছ্‌নীনা বিহা কাবলীহা,ওয়া আতেম্‌মিহা আলায়না।

٩٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ اَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِىْ فَحَدَّثَنِىْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ اَخَذَ بِيَدِهِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللّٰهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِى الصَّلٰوةِ

فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلٰوتَكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ ـ

৯৭০। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ নুফায়েলী, যুহায়ের, তিনি হাসান ইব্নুল হুর, তিনি কাসিম ইব্ন মুখায়মারা হতে এই হাদীছটি বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আলকামা (র) আমার হস্ত ধারণ করে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) একদা আমার হাত ধরে বলেন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রা.) নামাযের মধ্যে তাশাহ্হুদ পাঠের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। অতঃপর তিনি হযরত আ'মাশের উপরোক্ত হাদীছের মধ্যে উল্লেখিত দু'আটি শিক্ষা দেন। (১)

অতঃপর তিনি বলেন ঃ যখন তুমি এই দু'আ (দু'আ মাছুরা) পাঠ করবে, তখন তোমার নামায সমাপ্ত হবে। এ সময় তুমি ইচ্ছা করলে যাওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হতে পার বা বসেও থাকতে পার।

٩٧١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى التَّشَهُّدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيْهَا وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

৯৭১। নাস্র ইব্ন আলী (র) ... ... ইব্ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে তাশাহ্হুদ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন ঃ) তাশাহ্হুদের মধ্যে এই দু'আ পাঠ করতে হবে। যথা "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যেবাতু আস্সালামু আলায়কা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু"। রাবী মুজাহিদ বলেন ঃ হযরত ইব্ন উমার (রা) বলেন ঃ এর মধ্যে 'ওয়া বারাকাতুহু' আমি যোগ করেছি। আস্সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন আশ্হাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাক্য অতিরিক্ত পাঠ করতাম।

হযরত ইব্ন উমার (রা) বলেন ঃ আমি এতে অতিরিক্ত বলতাম ঃ ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।"

(১) ৯৬৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

٩٧٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا اَبُوْ مُوْسَى الاَشْعَرِيُّ فَلَمَّا جَلَسَ فِيْ اٰخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اُقِرَّتِ الصَّلٰوةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا انْفَتَلَ اَبُوْ مُوْسٰى اَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ اَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَاَرَمَّ قَالَ فَلَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ اَنْ تَبْكَعَنِيْ بِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا قُلْتُهَا وَمَا اَرَدْتُّ بِهَا اِلاَّ الْخَيْرَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَمَا تَعْلَمُوْنَ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ فِيْ صَلاَتِكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ وَاِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَاِنَّ الاِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّ الاِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَنْ يَقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لَمْ يَقُلْ اَحْمَدُ وَبَرَكَاتُهُ وَلاَ قَالَ وَاَشْهَدُ قَالَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا ـ

৯৭২। আমর ইব্ন আওন (র) ..... হিত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ আর-রুকাশী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আবু মূসা আল্-আশআরী (রা) আমাদের সাথে জামাআতে নামায আদায়ের পর যখন সর্বশেষ বৈঠকে বসেন, তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ কল্যাণ

ও পবিত্রতার মধ্যে নামায সুস্থির হয়েছে। হযরত আবু মূসা (রা) নামায শেষে লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি এরূপ কথা বলেছে? রাবী বলেন ঃ সমবেত সকলে নিশ্চুপ থাকে। পুনরায় তিনি একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সকলে একইরূপে চুপ থাকে। তখন তিনি বলেন ঃ হে হিত্তান! সম্ভবত তুমিই এরূপ বলেছ। জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি তা বলি নাই। তবে আমি ভয় করেছিলাম যে, এ ব্যাপারে হয়ত আমাকেই দোষারোপ করা হবে।

রাবী হিত্তান বলেন ঃ এমন সময় কওমের মধ্যেকার এক ব্যক্তি বলল, আমিই তা বলেছি। তবে আমি এরূপ বলার দ্বারা ভালো কিছুর আশা করেছিলাম। তখন হযরত আবু মূসা (রা) বলেন ঃ তোমরা কি অবগত নও তোমরা নামাযের মধ্যে কি বলবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে আমাদের খুতবাহ্-এর মধ্যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিয়ম-কানুন ও নামায সম্পর্কে বিশেষরূপে জ্ঞাত করিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যখন তোমরা নামায আদায়ের ইরাদা করবে, তখন সোজাভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে এবং তোমাদের মধ্যেকার একজন ইমামতি করবে। ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলবেন তখন তোমরাও তা বলবে এবং যখন ইমাম "গায়রিল মাগ্দূবে আলায়হিম ওলাদ্দাল্লীন পড়বেন তখন তোমরা "আমীন" বলবে। (এর ফলশ্রুতিতে) আল্লাহ পাক তোমাদের দু'আ কবুল করবেন। অতঃপর ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে রুকূ করবেন, তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে যাবে। কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বেই রুকূতে গমন করবেন এবং উঠবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এটা ওর পরিবর্তে (অর্থাৎ ইমাম রুকূতে আগে যাওয়ায় আগে উঠবেন)।

অতঃপর ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবেন, তখন তোমরা বলবেঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল্ হাম্দু।" আল্লাহ তোমাদের ওটা কবুল করবেন। কেননা আল্লাহ জাল্লা জালালুহু তাঁর নবীর যবানীতে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলিয়েছেন। অতঃপর ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে সিজ্দা করবেন, তখন তোমরাও তা বলে সিজ্দা করবে এবং যেহেতু ইমাম তোমাদের পূর্বে সিদ্জায় গমন করবেন, সেহেতু তিনি তোমাদের পূর্বেই উঠবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালাম বলেছেন ঃ এটা ওটার পরিবর্তে। অতঃপর তোমরা যখন বৈঠকে বসবে, তখন তোমরা বলবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতু ওয়াত্তায়্যেবাতু ওয়াস্-সালাতু লিল্লাহে আস্-সালামু আলায়কা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আস্-সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন । আশ্হাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

রাবী আহমদের বর্ণনায় "ওয়া বারাকাতুহু" ও "আশ্হাদু" শব্দ দুইটির উল্লেখ নাই , বরং "ওয়া আন্না মুহাম্মাদান" - এর উল্লেখ আছে।

٩٧٣- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ نَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ غَلاَّبٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرُّقَاشِىِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ فَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا وَقَالَ فِى التَّشَهُّدِ بَعْدَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ زَادَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَوْلُهُ وَاَنْصِتُوْا لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ لَمْ يَجِئْ بِهِ اِلاَّ سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ -

৯৭৩। আসেম ইব্নুন নাদর (র) ..... হিত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ আর-রুকাশী (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে অতিরিক্ত আছে যে, ইমাম যখন কিরাআত পাঠ করবেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে।

রাবী বলেন ঃ তাশাহ্হুদের মধ্যে "আশহ্হাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" -এর পর "ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু" অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ চুপ করে থাকা সম্পর্কে বর্ণনা সংরক্ষিত নয়। কেননা রাবী সুলায়মান তায়মী ব্যতীত আর কেউই তা উল্লেখ করেন নাই — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٩٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ وَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৯৭৪। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআনের মতই তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বলতেন ঃ আত্তাহিয়্যাতু আল-মুবারাকাতু আস-সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যেবাতু লিল্লাহি, আস-সালামু আলায়কা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস-সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন ওয়া আশ্হাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদাব রাসূলুল্লাহ — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٩٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى اَبُوْ دَاوُدَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ فِىْ وَسْطِ الصَّلٰوةِ اَوْ حِيْنَ اِنْقِضَائِهَا فَابْدَؤُا قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَقُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ ثُمَّ سَلِّمُوْا عَنِ الْيَمِيْنِ ثُمَّ سَلِّمُوْا عَلٰى قَارِئِكُمْ وَعَلٰى اَنْفُسِكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى كُوْفِىٌّ الْاَصْلُ كَانَ بِدِمَشْقَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَدَلَّتْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ اَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ ـ

৯৭৫। মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ (র) ... হযরত সামুরা ইব্ন জুন্দব্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, নামাযের মধ্যম অবস্থায় (অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাত শেষে) অথবা নামায সমাপ্তির পর (অর্থাৎ চতুর্থ রাকাত শেষে) সালাম ফিরাবার পূর্বে বলবে ঃ আত্-তাহিয়্যাতু আত্-তাইয়্যেবাতু ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াল মুল্কু লিল্লাহ", অতঃপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে, অতপর ইমামকে এবং নিজেদের সালাম দিবে।

١٨٩. بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পেশ করা

٩٧٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَاشُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا اَوْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ وَاَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ فَاَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

৯৭৬। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ..... হযরত কাব ইব্ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি

বলেন ঃ একদা আমরা বলি অথবা তাঁরা বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আপনি আমাদের আপনার উপরে দরূদ ও সালাম পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর সালাম্ সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি। এখন আমরা আপনার উপর দরূদ কিভাবে পেশ করব? তিনি (ঃ) বলেন, তোমরা বলবে "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা, ওয়া বারেক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

٩٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ـ

৯৭৭। মুসাদ্দাদ (র) .... য়াযীদ ইব্ন যুরায় (র) হতে, তিনি শোবা (র) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে এরূপ উক্ত হয়েছে যে ঃ সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীম।

٩٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِاِسْنَادِهٖ بِهٰذَا قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى كَمَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ اِلَّا اَنَّهٗ قَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَاقَ مِثْلَهٗ ـ

৯৭৮। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ..... হাকাম (র) হতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।"

রাবী বলেনঃ অন্য বর্ণনায় এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ কামা সাল্লায়তা আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারেক আলা মুহাম্মাদিন .... অতঃপর বাকী অংশটুকু মিসআর (র) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৯৭৯। আল-কানাবী (র) ..... আমর ইব্ন সুলায়ম আয-যুরাকী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত আবু হুমায়েদ সাইদী (রা) আমাকে বলেছেন যে, একদা তাঁরা (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা আপনার উপর কিরূপে দরূদ পাঠ করব? জাবাবে তিনি বলেন, তোমরা বলবে ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আয্ওয়াজিহি ওয়া জুররিয়্যাতিহী কামা সাল্লায়তা আলা আলি ইব্রাহীমা ওয়া বারিক্ আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ও জুররিয়্যাতিহী কামা বারাক্তা আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٩٨٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ هُوَ الَّذِيْ اُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ فِيْ اٰخِرِهٖ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৯৮০। আল-কানাবী (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) যাঁকে স্বপ্নের মধ্যে আযানের পদ্ধতি দেখানো হয়েছিল, তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ (র) হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) হতে জ্ঞাত হয়ে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-র মজলিসে আগমন করেন। এ সময় বশীর ইব্ন সা'দ (রা) তাঁকে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আল্লাহ আমাদেরকে

আপনার উপর দরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আপনার উপর কিরূপে দরূদ পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকেন; এতে আমরা পস্তাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, বশীরের এই প্রশ্নটি না করাই উত্তম ছিল। নীরবতার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বলবে ঃ ..... অতঃপর কাব ইব্ন উজরার উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং উক্ত হাদীছের শেষাংশে এটুকু যোগ করেন ঃ "ফিল্ আলামীন ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٩٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ

৯৮১। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... হযরত উক্বা ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিনিন-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন্।"

٩٨٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَتْنِيْ اَبُوْ مُطَرِّفٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كُرَيْزٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنِ الْمُجَمِّرِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

৯৮২। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ এই দরূদ পাঠের দ্বারা যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় ছওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখে সে যেন আমাদের 'আহ্লে বায়ত' [নবী করীম (স)-এর পরিবার পরিজনবর্গ] -এর উপর দরূদ পাঠ করতে গিয়ে এরূপ বলেঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যি ওয়া আয্ওয়াজিহি উম্মুহাতিল মু'মিনীন, ওয়া যুররিয়্যাতিহী ওয়া আহলে বায়তিহী কামা সাল্লায়তা আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।"

١٩٠- بَابُ مَا يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

১৯০. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদের পর যে দোয়া পড়তে হয়

٩٨٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَائِشَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ-

৯৮৩। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমরা নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করবে, তখন আল্লাহ্র নিকট চারটি বিষয় হতে পানাহ চাইবে ঃ (১) জাহান্নামের আযাব হতে, (২) কবরের আযাব হতে, (৩) জীবিত ও মৃত্যুকালে যাবতীয় ফিত্না হতে এবং (৪) দাজ্জালের ক্ষতি হতে — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٩٨٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا عَمْرُو بْنُ يُوْنُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ-

৯৮৪। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়্যা (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) তাশাহ্হুদের পর এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন্ আযাবে জাহান্নাম ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল্ কাব্রে, ওয়া আউযু বিকা মিন্ ফিত্নাতিদ্ দাজ্জাল ওয়া আউযু বিকা মিন্ ফিত্নাতিল মাহ্য়া ওয়াল মামাত।"

٩٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَ اَبُوْ مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ اَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْاَدْرَعِ حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضٰى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِيْ ذُنُوْبِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ قَالَ فَقَالَ قَدْ غُفِرَلَهُ ثَلَاثًا ـ

৯৮৫। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ও আবু মামার (র) ..... হান্যালা ইব্ন আলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা মেহ্জান ইব্ন আদ্রা-কে এই মর্মে জানানো হয় যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে জনৈক ব্যক্তিকে নামায শেষে তাশাহ্হুদ পাঠ করতে দেখেন। তখন সে এও পড়ছিল ঃ " আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ইয়া আল্লাহ আল্-আহাদু আল-সামাদু আল্লাযী লাম য়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূলাদ। ওয়া লাম ইয়া কুললাহু কুফুওয়ান আহাদ আন তাগ্ফিরালী যুনূবী ইন্নাকা আন্তাল্ গাফূরুর রাহীম।" রাবী বলেন, তখন তিনি (সা) তিনবার এরূপ বলেন ঃ "তাঁকে মাফ করা হয়েছে" -- (নাসাঈ)।

١٩١. بَابُ اِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

১৯১. অনুচ্ছেদ ঃ নীরবে তাশাহ্হুদ পাঠ করা

٩٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ ثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ ـ

৯৮৬। আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আল-কিন্দী (র) --- হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাশাহ্হুদ আস্তে পাঠ করাই সুন্নাত -- (তিরমিযী)।

١٩٢. بَابُ الْاِشَارَةِ فِى التَّشَهُّدِ

১৯২. অনুচ্ছেদ ঃ তাশহ্হুদের মধ্যে (আংগুল দ্বারা) ইশারা করা

٩٨٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ رَاٰنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَعْبَثُ بِالْحَصٰى فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِيْ وَقَالَ اِصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَ قَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ وَوَضَعَ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى -

৯৮৭। আল-কানাবী (র) ..... হযরত আলী ইব্‌ন আব্দুর রাহমান আল-মুআবী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) আমাকে নামাযের মধ্যে কংকর নিয়ে অনর্থক খেলতে দেখেন। তিনি নামায শেষে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেরূপে নামায আদায় করতেন, তদ্রূপ করবে। তখন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন ঃ তিনি (স) যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন ডান হাতের তালুকে ডান পায়ের রানের উপর রাখতেন এবং তার সমস্ত আংগুলগুলো (শাহাদাত আংগুল ব্যতীত) বন্ধ করে রাখতেন এবং শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন। এবং তিনি বাম হাতের তালু বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন ..... (মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٨٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّارُ نَا عَفَّانُ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ نَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَعَدَ فِى الصَّلٰوةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ وَ اَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ -

৯৮৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহীম আল-বায্যায (র) ..... আমের ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন তিনি তাঁর বাম পা ও এর নলাকে ডান রানের নীচে রাখতেন, ডান পা বিছিয়ে দিতেন, বাম হাত বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন, ডান হাত ডান পায়ের রানের উপর স্থাপন করতেন এবং শাহাদাত আংগুলি দ্বারা ইশারা করতেন।

রাবী আফ্‌ফান (র) বলেন ঃ আব্‌দুল ওয়াহেদ (র) আমাদের শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছেন – – (মুসলিম)।

٩٨٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِّيْصِيُّ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ اِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَامِرٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْعُوْ كَذٰلِكَ وَيَتَحَامِلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى -

৯৮৯। ইব্‌রাহীম ইবনুল হাসান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন বলে উল্লেখ আছে, যখন তিনি তাশাহ্‌হুদ পাঠ করতেন এবং এসময় তিনি আংগুল হেলাতেন না।

অপর বর্ণনায় আছে যে, আমের (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতে দেখেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাম হাত দ্বারা বাম পায়ের রান ধরতেন।

٩٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰى نَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لاَيُجَاوِزُ بَصَرُهُ اِشَارَتَهُ وَ حَدِيْثُ حَجَّاجٍ اَتَمُّ -

৯৯০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .....আমের ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌নুয্‌ যুবায়র (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ তাঁর চোখ ইশারা থেকে অগ্রসর হত না। হাজ্জাজ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ পরিপূর্ণ – – (নাসাঈ)।

٩٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ مِنْ بَنِيْ بُجَيْلَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى رَافِعًا اِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا ـ

৯৯১। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ..... হযরত মালিক ইব্ন নুমায়ের খুযায়ী (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া – সাল্লামকে তাঁর ডান হাত ডান পায়ের রানের উপর রাখতে দেখেছি এবং এ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত আংগুলি অর্ধনমিত অবস্থায় উচিয়ে রাখেন – – (ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

١٩٣ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِى الصَّلٰوةِ

১৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর করা মাকরূহ

٩٩٢– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ قَالُوْا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَنْ يَّجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهِ وَقَالَ ابْنُ شَبُّوْيَةَ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدِهِ فِى الصَّلٰوةِ وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهِ وَذَكَرَهُ فِىْ بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدَيْهِ اِذَا نَهَضَ فِى الصَّلٰوةِ ـ

৯৯২। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আহ্মাদ ইব্ন হাম্বলের বর্ণনা অনুযায়ী) নামাযের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে হাতের উপর ভর করে বসতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন শাব্বুয়ার বর্ণনায় আছে, মহানবী (স) লোকদেরকে নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইব্ন রাফে–এর বর্ণনায় আছে— তিনি লোকদেরকে হাতের উপর ভর করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। রাবী ইব্ন আবদুল মালিকের বর্ণনায় আছে— তিনি লোকদেরকে নামাযের মধ্যে (সিজ্দা হতে) উঠার সময় হাতের উপর ভর দিতে নিষেধ করেছেন। [১]

---

১. নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর দেয়ার অর্থ এই যে, নামাযরত ব্যক্তি বসা থেকে উঠার সময় জমীনে হাত রাখবে না এবং হাতে ভরও দেবে না। হযরত উমার (রা), আলী (রা), ইব্ন মাসউদ (রা),

٩٩٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ -

৯৯৩। বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল (র) .... ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফে (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি যদি উভয় হাতের আংগুলসমূহ মিলিয়ে (পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে) নামায পড়ে? নাফে (রহ) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) বলেছেন- ঐরূপ নামায তাদের যাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হয়।

٩٩٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ نَا اَبِىْ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ابْنُ وَهْبٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً يَتَّكِئُ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى وَهُوَ قَاعِدٌ فِى الصَّلٰوةِ وَقَالَ هَارُوْنُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطٌ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ لَهُ لاَ تَجْلِسْ هٰكَذَا فَاِنَّ هٰكَذَا يَجْلِسُ الَّذِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ -

৯৯৪। হারূন ইব্‌ন যায়েদ (র)... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে বাম হাতের উপর ভর করে বসতে দেখেন। রাবী হারূন ইব্‌ন যায়েদের বর্ণনায় আছে ঃ তিনি তাঁকে বাম দিকের নিতম্বে ভর দিয়ে বসা দেখেন। অতঃপর উভয় রাবীর সম্মিলিত বর্ণনা অনুযায়ী— তিনি বলেন ঃ তুমি এভাবে বস না। কারণ এভাবে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিরাই বসে থাকে।

١٩٤- بَابُ فِى تَخْفِيْفِ الْقُعُوْدِ

১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ বৈঠক সংক্ষেপ করা

٩٩٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ

ইব্‌ন উমার (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও ইমাম মালেক (রহ) এই মত পোষণ করেন। ইমাম আহ্‌মাদ (রহ) বলেন, অধিকাংশ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, ইসতিরাহাত (দ্বিতীয় সিজদা শেষে দাড়ানোর পূর্বে ক্ষণিক বসা)-এর জন্যও বসবে না এবং হাতের উপর ভর দিয়েও বসবে না। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতে ইসতিরাহাত করতে হবে। ইমাম আহ্‌মাদ (রহ)-এরও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীছের ভিত্তিতে তাঁরা এই মত পোষণ করেন।

اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ قُلْنَا حَتَّى يَقُوْمَ قَالَ حَتَّى يَقُوْمَ -

৯৯৫। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ..... আবু উবায়দা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা ইব্ন মাসউদ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাকাত নামাযের পর বৈঠক এত সংক্ষেপ করেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোন গরম পাথর বা পাথরের টুকরার উপর বসেছিলেন— (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٩٥- بَابُ فِى السَّلاَمِ

১৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম সম্পর্কে

٩٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيٰنُ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زَائِدَةُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالاَ نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ ح وَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ اَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا اِسْرَائِيْلُ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَحَدِيْثُ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ وَيَحْيَى بْنِ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَشُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَدِيْثَ اَبِىْ اِسْحٰقَ اَنْ يَكُوْنَ مَرْفُوْعًا -

৯৯৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর মুখমণ্ডলের শুভ্র অংশটি পরিলক্ষিত হত এবং তিনি আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন - - (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু ইসহাকের হাদীছটি মারফূ হওয়ার বিষয়টি শোবা অস্বীকার করতেন।

٩٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا مُوْسَى بْنُ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَتْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

৯৯৭। আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... হযরত আলকামা ইব্ন ওয়ায়েল (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। তিনি সালাম ফিরাবার সময় প্রথমে ডান দিকে ফিরে "আস্-সালামু আলায়কুম ওয়ারহ্মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু" বলেন এবং বাম দিকে ফিরে "আস্-সালামু আলায়কুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ" বলেন।

٩٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَوَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ اَحَدُنَا اَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمِنْ عَنْ يَّسَارِهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يُوْمِيْ بِيَدِهِ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اِنَّمَا يَكْفِيْ اَحَدَكُمْ اَوْ اَلَا يَكْفِيْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ ـ

৯৯৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পাঠকালে এক ব্যক্তি সালাম ফিরাবার সময় ডান দিকের লোকদের প্রতি হাতের ইশারায় সালাম দেয় এবং পরে বাম দিকের লোকদেরও। নামায শেষে তিনি (স) বলেন ঃ তোমাদের ঐ ব্যক্তির কি হয়েছে যে, সে সালাম ফিরাবার কালে এইরূপে হাতের ইশারা করল, যেন তা ঐ ঘোড়ার লেজের মত যা দ্বারা মশা-মাছি বিতাড়িত করা হয়? বরং সে ব্যক্তি যদি হাতের আংগুলের ইশারা দ্বারা ডান ও বাম পাশের লোকদের সালাম করত, তবে তাই যথেষ্ট ছিল (মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ اَمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَوْ اَحَدَهُمْ اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ -

৯৯৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান আল-আন্‌বারী, আবু নুআয়েম হতে, তিনি মিসআর (র) হতে উল্লেখিত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ তোমাদের হস্তদ্বয় রানের উপর রেখে ডান এবং বাম পাশের লোকদের সালাম করাই যথেষ্ট (অর্থাৎ আংগুল বা হাতের ইশারার প্রয়োজন নাই)।

١٠٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمٍ الطَّائِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ رَافِعُوْا اَيْدِيْهِمْ قَالَ زُهَيْرٌ اُرَاهُ قَالَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ -

১০০০। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ..... হযরত জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এমন সময় আগমন করেন, যখন লোকেরা নামাযের মধ্যে তাদের হাত উপরের দিক উঠিয়ে ছিল। এতদ্দর্শনে তিনি (স) বলেন ঃ আমি এটা কি দেখছি? মনে হয় যেন তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে ঘোড়ার লেজের মত মশা-মাছি বিতাড়নের জন্য আন্দোলিত করছ? তোমরা নামাযের মধ্যে শান্ত থাকবে ..... (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٩٦- بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْاِمَامِ

১৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সাল'মের জবাব দেওয়া

١٠٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ اَبُو الْجُمَاهِرِ نَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّرُدَّ عَلَى الْاِمَامِ وَاَنْ نَتَحَابَّ وَاَنْ يُّسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ -

১০০১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উছমান (র) .... হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইমামের সালামের জওয়াব দেয়ার

জন্য, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য একে অন্যকে সালাম বিনিময়ের নির্দেশ দিয়েছেন (ইব্‌ন মাজা)।

١٩٧- بَابُ التَّكْبِيْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

১৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের পরে তাক্‌বীর বলা সম্পর্কে

١٠٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ نَا سُفْيٰنُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُعْلَمُ اِنْقِضَاءُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ ـ

১০০২। আহমাদ ইব্‌ন আব্‌দা (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (আমাদেরকে) এরূপ অবহিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লাম নামায সমাপনান্তে তাকবীর পাঠ করতেন। (সম্ভবত তা ঈদুল আযহায় আইয়ামে তাশ্‌রীকের তাক্‌বীর ছিল) -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٠٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ ذٰلِكَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَعْلَمُ اِذَا انْصَرَفُوْا بِذٰلِكَ وَ اَسْمَعُهُ ـ

১০০৩। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র) ..... আমর ইব্‌ন দীনার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মুসল্লীগণ ফরয নামায শেষে, গমনের কালে উচ্চস্বরে তাক্‌বীর পাঠ করতেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ লোকেরা গমনকালে যে তাক্‌বীর পাঠ করতেন, তা আমি শুনতাম -- (বুখারী, মুসলিম)।

١٩٨- بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের মধ্যে স্বর দীর্ঘায়িত না করা সম্পর্কে

١٠٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِىُّ نَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَذْفُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ ـ

১০০৪। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লাম সালামের সময় 'হযফ' (অর্থাৎ স্বরকে অহেতুক দীর্ঘায়িত না করা)-কে সুন্নাত বলেছেন .... (তিরমিযী)।

١٩٩ـ بَابُ اِذَا اَحْدَثَ فِىْ صَلاَتِهِ يَسْتَقْبِلُ

১৯৯. নামাযের মধ্যে উযু নষ্ট হলে পুনরায় উযু করে বাকী নামায আদায় করা সম্পর্কে

١٠٠٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ ـ

১০০৫। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ..... হযরত আলী ইব্‌ন তালক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন নামাযের মধ্যে কারো উযু নষ্ট হয় তখন সে যেন ঐ স্থান পরিত্যাগ করে উযু করে পুনরায় নামায আদায় করে -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٠٠ـ بَابُ فِى الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِىْ مَكَانِهِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ الْمَكْتُوْبَةَ

২০০. অনুচ্ছেদ ঃ যে স্থানে ফরয নামায আদায় করেছে, সেখান দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করা সম্পর্কে

١٠٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ وَّ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَّيْثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ اَوْ عَنْ يَّمِيْنِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ زَادَ فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ فِى الصَّلٰوةِ يَعْنِىْ فِى السُّبْحَةِ ـ

১০০৬। মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যদি তোমাদের কারও পক্ষে ফরয নামায আদায়ের পর ডানে, বামে সম্মুখে বা পশ্চাতে গমন করা সম্ভব না হয়, তবে সে ফরয নামায আদায়ের স্থানে দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করতে পারে। নচেৎ ফরয নামায আদায়ের স্থান হতে সরে গিয়ে অন্যত্র নফল নামায আদায় করা শ্রেয় -- (ইব্ন মাজা)।

١٠٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا اَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا اِمَامٌ لَّنَا يُكْنَّى اَبَا رِمْثَةَ فَقَالَ صَلَّيْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اَوْ مِثْلَ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ وَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ يَقُوْمَانِ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَ كَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَ عَنْ يَسَارِهٖ حَتّٰى رَاَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ اَبِىْ رِمْثَةَ يَعْنِىْ نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِىْ اَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ فَاَخَذَ بِمَنْكِبِهٖ فَهَزَّهٗ ثُمَّ قَالَ اِجْلِسْ فَاِنَّهٗ لَمْ يَهْلِكْ اَهْلُ الْكِتَابِ اِلَّا اَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلٰوتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَصَرَهٗ فَقَالَ اَصَابَ اللّٰهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَ قَدْ قِيْلَ اَبُوْ اُمَيَّةَ مَكَانَ اَبِىْ رِمْثَةَ ـ

১০০৭। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাজদা (র) ..... আল-আরযাক্ ইব্ন কায়েস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমাদের ইমাম আবু রিম্ছা (রা) জামাআতে নামায শেষে বলেন ঃ একদা আমি এই ফরয নামায নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আদায় করি। নামাযে হযরত আবু বাক্র ও উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডানপাশে সামনের কাতারে দণ্ডায়মান ছিলেন। ঐ সময়ে অন্য একজন সাহাবীও তাক্বীরে উলা বা প্রথম তাক্বীরের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইমাম হিসাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে ডান এবং বামদিকে এরূপভাবে সালাম ফিরান যে, আমরা তাঁর গালের শুভ্র অংশ অবলোকন করি। অতঃপর তিনি (স) স্বীয় স্থান হতে উঠে দাঁড়ান, যেমন আবু রিম্ছা (রাবী স্বয়ং) উঠে দাঁড়ালেন। ঐ সময় প্রথম তাক্বীর প্রাপ্ত ব্যক্তি নফল নামায আদায়ের জন্য উক্ত স্থানেই দণ্ডয়মান হন। তখন হযরত উমার (রা) দ্রুত তাঁর নিকট গমন

করে তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন ঃ বস, পূর্ববর্তী আহ্‌লে কিতাবগণ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা ফরয ও নফলের মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ করত না। ঐ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিকে দৃষ্টিপাত করে বলেনঃ হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমার দ্বারা সঠিক কাজ করিয়েছেন। (এতে বুঝা যায় যে, মসজিদে ফরয নামায আদায়ের স্থান হতে সরে অন্যত্র অন্য নামায আদায় করা উত্তম এবং নবীর সুন্নাত —অনুবাদক)।

٢٠١- بَابُ فِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

২০১. অনুচ্ছেদ ঃ দুই সাহ্‌ সিজদার বর্ণনা

١٠٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِحْدٰى صَلَاتَى الْعَشِىِّ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ وَ هُمْ يَقُوْلُوْنَ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ وَ فِى النَّاسِ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُسَمِّيْهِ ذَاالْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَ لَمْ تُقْصَرِ الصَّلٰوةُ قَالَ بَلْ نَسِيْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُ و الْيَدَيْنِ فَاَوْمَؤُا اَىْ نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَ كَبَّرَ قَالَ فَقِيْلَ لِمُحَمَّدٍ سَلَّمَ فِى السَّهْوِ فَقَالَ لَمْ اَحْفَظْهُ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ لٰكِنْ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ـ

১০০৮। মুহাম্মাদ ইবন উবায়েদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে যোহর অথবা আসরের

নামায আদায় করেন। তিনি (স) দুই রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরান। অতঃপর তিনি (স) মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট গিয়ে তার ওপরে এক হাত অন্য হাতের উপর স্থাপন করে দণ্ডায়মান হন। ঐ সময় তাঁকে (স) রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তখন লোকেরা মসজিদ হতে নির্গমনকালে বলছিল ঃ নামায কসর করা হয়েছে, নামায কসর করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ চার রাকাতের স্থানে দুই রাকাত করে দিয়েছেন) ঐ সময়ে সমবেত মুসল্লীদের মধ্যে হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)–ও ছিলেন এবং তাঁরা এব্যাপার সম্পর্কে তাঁর (স) সাথে আলোচনা করতে ভীত হন। ঐ সময় হযরতের নিকট হতে যুল্‌-য়াদাইন্‌ উপাধিপ্রাপ্ত জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আপনি কি ভুল করেছেন না নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করা হয়েছে? জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ না, আমি ভুল করিনি এবং নামায কসরও করা হয় নাই। তখন ঐ সাহাবী বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! তবে আপনি ভুল করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) সমবেত জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আচ্ছা, যুল্‌-য়াদাইন কি সত্য বলেছে? জবাবে সাহাবাগণ ইশারায় বলেন ঃ জি হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করে বাকী দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে পূর্বের সিজ্‌দার সমপরিমাণ সময় অথবা তার চাইতে কিছু অধিক সময় ধরে সিজ্‌দা করেন। পরে আল্লাহু আকবার বলে মস্তক উত্তোলন করেন এবং পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে পূর্ববর্তী সিজ্‌দার ন্যায় সিজ্‌দা করেন এবং পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠান।

রাবী বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীনকে সিজ্‌দায়ে সাহূ –এর[১] পর সালাম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে তিনি বলেন ঃ এব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে আমার কিছু জানা নেই। তবে আমাকে জ্ঞাত করানো হয়েছে যে, ইম্‌রান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেছেন যে, সিজ্‌দায়ে সাহূ-এর পর তিনি (স) সালাম ফিরিয়েছিলেন ——(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بِاِسْنَادِهِ وَ حَدِيْثُ حَمَّادٍ اَتَمُّ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يَقُلْ بِنَا وَلَمْ يَقُلْ فَاَوْمَؤُا قَالَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ كَبَّرَ رَفَعَ وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ

---

(১) সিজ্‌দায়ে সাহূ বলা হয় ঃ নামাযের মধ্যে ভুলবশত যদি কোন ওয়াজিব তরক হয়ে যায়, তা সংশোধনের নিমিত্তে শেষ বৈঠকে আত্‌-তায়িহাতু "আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" পর্যন্ত পাঠ করে শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় দুই সিজ্‌দা করা এবং পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু ও দুরূদ শরীফ পড়া, অতঃপর নামাযের জন্য সর্বশেষ সালাম ফিরান। —অনুবাদক

وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَتَمَّ حَدِيْثُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَاَوْمَؤُا اِلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكُلُّ مَنْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ وَلاَ ذَكَرَ رَجَعَ ـ

১০০৯। আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্লামা (র)–এর সূত্রে ....মালিক (র) হতে, তিনি আয়্যুব হতে, তিনি মুহাম্মাদ হতে উপরোক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী হাম্মাদের হাদীছটিই পূর্ণ হাদীছ। রাবী বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেন। তবে এই বর্ণনায় "আমাদেরকে নিয়ে" এবং "লোকদের ইশারা" শব্দদ্বয়ের উল্লেখ নাই। রাবী বলেন ঃ লোকেরা শুধুমাত্র "হাঁ" বলে জবাব দিয়েছিল।

রাবী আরো বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) (সিজ্দা হতে মাথা) উত্তোলন করেন এবং এই বর্ণনায় তাক্বীরের বিষয়ও উল্লেখ নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, যে সকল রাবী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদের কেউই 'ফাকাব্বারা' ও 'রাজাআ' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করেননি।

١٠١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا سَلَمَةُ يَعْنِى ابْنَ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَعْنٰى حَمَّادٍ كُلِّهِ اِلٰى اٰخِرِ قَوْلِهِ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ قُلْتُ فَالتَّشَهُّدُ قَالَ لَمْ اَسْمَعْ فِى التَّشَهُّدِ وَاَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يَتَشَهَّدَ وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ يُسَمِّيْهِ ذَا الْيَدَيْنِ وَلاَ ذَكَرَ فَاَوْمَؤُا وَلاَ ذَكَرَ الْغَضَبَ وَحَدِيْثُ حَمَّادٍ اَتَمُّ ـ

১০১০। মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন।

অতঃপর রাবী হাম্মাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি এ সম্পর্কে জানতে পারি যে, সিজ্দায়ে সাহূ–এর পরেও সালাম আছে। রাবী সাল্মা বলেন ঃ অতঃপর আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনকে তাশাহ্হুদ পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে তাশাহ্হুদ পাঠ করা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাই নাই। তবে তাশাহ্হুদ পাঠ করাই আমার নিকট শ্রেয়। এ বর্ণনায় তাঁকে যুল্–য়াদাইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে কোন উল্লেখ নাই এবং এই হাদীছে "লোকদের ইশারা" ও "তিনি (স) যে রাগান্বিত হন" এই শব্দদ্বয়েরও কোন উল্লেখ নাই।

١٠١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ نَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ وَهِشَامٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قِصَّةِ ذِى الْيَدَيْنِ اَنَّهُ كَبَّرَ وَ سَجَدَ وَ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ سَجَدَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ وَ حُمَيْدٌ وَ يُوْنُسُ وَ عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ مَّا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ اَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هٰذَا الَّذِىْ ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ ـ

১০১১। আলী ইব্ন নাসর (র) .... আবু হুরায়রা (রা) হয়রত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে যুল্-য়াদাইনের ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) তাকবীর বলে সিজ্দা করেন....।

١٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ اَبِىْ سَلَمَةَ وَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ حَتّٰى يَقَّنَهُ اللّٰهُ ذٰلِكَ ـ

১০১২। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবু হুরায়রা (রা) হতে যুল-য়াদাইনের হাদীছে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্দায় সাহূ করেননি যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিশ্চিত করে দেন (দুই রাকাত না পড়ার ব্যাপারে)।

١٠١٣- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ نَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَ لَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ اِذَا شَكَّ حَتّٰى لَقَّاهُ النَّاسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ اَخْبَرَنِىْ بِهٰذَا الْخَبَرِ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ وَّعِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَ لَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِيْهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ـ

১০১৩। হাজ্জাজ ইব্ন আবু ইয়াকূব (র) .... হযরত আবু বাক্র ইব্ন সুলায়মান (র) বলেনঃ তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সিজ্দায়ে সাহূ সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হয়েছে — (নাসাঈ)।

রাবী ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ সমবেত জনতার সংগে আলোচনার পূর্ব পর্যন্ত তিনি (স) সিজ্দায়ে সাহূ করেন নাই। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে অন্য এক বর্ণনায় এই ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ নাই, তবে সেখানে "দুই সিজ্দার" বিষয়ও উল্লেখ নাই।

রাবী আবু বাক্র ইবন সুলায়মান ইব্ন আবু হাছমা (র) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই হাদীছটি বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, তিনি (স) সিজ্দায় সাহূ আদায় করেন নাই।

١٠١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَقِيْلَ لَهُ نَقَصَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ـ

১০১৪। ইব্ন মুআয (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভুলবশতঃ যোহরের নামায দুই রাকাত আদায়ের পর সালাম ফিরান। ঐ সময় তাঁকে (স) বলা হয় যে, নামায কম হয়েছে। এতদ্শ্রবণে তিনি পরে আরো দুই রাকাত আদায় করে দুইটি সিজ্দায়সাহূ করেন — (বুখারী, নাসাঈ)।

١٠١٥- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ اَنَا شَبَابَةُ نَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ

مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ اَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ مَوْلٰى اَحْمَدَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ -

১০১৫। ইসমাঈল ইব্‌ন আসাদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যোহর অথবা আসরের দুই রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরিয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করেন। ঐ সময় জনৈক সাহাবী তাঁকে (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ নামায কি কমে গিয়েছে, না আপনি ভুল করেছেন? জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ এর কোনটাই নয়। তখন লোকেরা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)। আপনি নামায কম পড়েছেন। এতদশ্রবণে তিনি (স) আরো দুই রাকাত নামায আদায় করে চলে যান এবং ঐ সময় তিনি সিজ্‌দায়ে সাহূ আদায় করেন নাই।

অপর বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) হতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) ভুলের জন্য সালামের পর দুইটি সিজদা বসা অবস্থায় আদায় করেন।

١٠١٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهَفَّانِيِّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ -

১০১৬। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) সালামের পর (নামাযের মধ্যেকার) ভুলের জন্য দুইটি সিজ্‌দা আদায় করেন ..... (নাসাঈ)।

١٠١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ -

১০১৭। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা (র) ..... হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে নামায আদায়কালে (ভুলবশত চার রাকাতের স্থলে) দুই রাকাত আদায় করে সালাম ফিরান। অতঃপর রাবী আবু উসামা হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) সালাম ফিরিয়ে ভুলের জন্য সিজ্দায়ে সাহূ আদায় করেন ..... (ইব্ন মাজা)।

١٠١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَ نَا مُسَدَّدٌ نَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ نَا اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ قَالَ عَنْ مَّسْلَمَةَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ طَوِيْلَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَّجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ اَصَدَقَ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ ـ

১০১৮। মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়েন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায়কালে তৃতীয় রাকাতের সময় সালাম ফিরিয়ে স্বীয় হুজ্রায় গমন করেন। তখন লম্বা বাহু বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খিরবাক (রা) তাঁর (স) খিদমতে হাজির হয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? এতদ্শ্রবণে তিনি (স) রাগান্বিত অবস্থায় স্বীয় চাদর হেঁচড়িয়ে বাইরে এসে লোকদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ এই ব্যক্তি কি সত্য বলেছে? জবাবে তারা বলেন ঃ হাঁ। অতঃপর তিনি (স) বাকী নামায আদায় করে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সিজ্দায় সাহূ করার পর সর্বশেষ সালাম ফিরান .....(মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢٠٢. بَابُ اِذَا صَلّٰى خَمْسًا

২০২. অনুচ্ছেদ ঃ ভুলবশত নামায পাঁচ রাকাত পড়লে

١٠١٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالَ حَفْصٌ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ -

১০১৯। হাফস ইব্ন উমার (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (ভুল বশত) যুহরের নামায পাঁচ রাকাত আদায় করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল— নামায কি বেশী করা হয়েছে? তিনি বলেন ঃ কেন কি হয়েছে? তখন এক ব্যক্তি বলেন ঃ আপনি পাঁচ রাকাত নামায আদায় করেছেন। তখন তিনি ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর সিজ্‌দায় সাহূ আদায় করেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।[১]

١٠٢٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَلَا اَدْرِىْ زَادَ اَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَىْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنٰى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا انْفَتَلَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَىْءٌ اَنَبَّاْتُكُمْ بِهِ وَ لٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ وَقَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ -

১০২০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে ভুলবশতঃ বেশী বা কম করেন। রাবী ইবরাহীম বলেনঃ বেশী বা কম সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায সম্পর্কে কোন নতুন নির্দেশ এসেছে কি? তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তা কি? তখন তাঁকে বলা হল, আপনি এত রাকাত কম বা বেশী নামায আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর পদদ্বয়কে ঘুরিয়ে কিব্‌লামুখী হয়ে দুইটি সিজ্‌দা করে

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন, চতুর্থ রাকাতে তাশাহ্হুদের সমপরিমাণ সময় না বসে থাকলে এবং পঞ্চম রাকাতের সিজ্‌দা করে ফেললে– নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং পুণর্বর তা পড়তে হবে। আর চতুর্থ রাকাতে তাশাহ্হুদের পরিমাণ সময় বসলে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অতিরিক্ত নামায নফল হিসাবে গণ্য হবে।

সালাম ফিরান। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ নামায সম্পর্কে কোন নতুন নির্দেশ নাযিল হলে আমি অবশ্যই তা তোমাদের জানাতাম। কিন্তু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, তাই আমিও তোমাদের মত ভুল করি। কাজেই আমি যখন ভুল করব, তখন তোমরা আমাকে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দিবে। তিনি আরো বলেন ঃ নামায পাঠকালে যখন তোমাদের কেউ সন্দীহান হয়ে পড়বে, তখন চিন্তা-ভাবনার পর যা সঠিক মনে করবে, তাই আদায় করবে এবং পরে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সিজ্‌দায়ে সাহূ দুইটি সিজ্‌দা করবে।

١٠٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا اَبِىْ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا قَالَ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ الْاَعْمَشِ ـ

১০২১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... অন্য সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ভুল করবে, তখন দুইটি সিজ্‌দা দিবে। অতঃপর তিনি (স) তার মুখ ফিরিয়ে দুইটি সিজ্‌দা করেন।

١٠٢٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا جَرِيْرٌ ح وَ نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ وَهٰذَا حَدِيْثُ يُوْسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَاْنُكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ زِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا قَالُوْا فَاِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ ـ

১০২২। নাস্‌র ইব্‌ন আলী ও ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র)-র মিলিত সনদে ..... হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে নামায আদায়কালে পাঁচ রাকাত আদায় করেন। নামায শেষে এ সম্পর্কে লোকেরা পরস্পরের মধ্যে চুপে চুপে আলাপ করতে থাকে। এতদ্দর্শনে তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ কি ব্যাপার, তোমাদের কি হয়েছে? জবাবে তারা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! নামায কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি (স) বলেন ঃ না। তখন তাঁরা বলেন ঃ আপনি তো পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। এতদ্‌শ্রবণে তিনি (স) পুনরায় গমন করতঃ দুইটি সিজ্‌দা আদায়ের

পর সালাম ফিরিয়ে বলেন ঃ আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। কাজেই আমারও তোমাদের ন্যায় ভুল হতে পারে —(মুসলিম)।

١٠٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ اَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَ قَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةٌ فَاَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَاَمَرَ بِلَالاً فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ النَّاسَ فَقَالُوْا لِىْ اَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ اِلاَّ اَنْ اَرَاهُ فَمَرَّ بِىْ فَقُلْتُ هٰذَا هُوَ فَقَالُوْا هٰذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ـ

১০২৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... মুআবিয়া ইব্ন হুদায়জ (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআতের সাথে নামায আদায়কালে এক রাকাত অবশিষ্ট থাকতে সালাম ফিরান। তাঁর (স) নিকট এক ব্যক্তি গিয়ে বলেন ঃ আপনি ভুলবশত এক রাকাত বাদ দিয়েছেন। তখন তিনি (স) মসজিদে প্রবেশ করে হযরত বিলালকে ইকামত দিতে বলেন এবং তিনি লোকদের নিয়ে বাকী নামায আদায় করেন।

রাবী বলেন ঃ এই ঘটনা আমি লোকদের নিকট বর্ণনা করলে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে চিনেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ না, আমি মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। এই সময় ঐ ব্যক্তিকে আমার পাশ দিয়ে গমনকালে আমি বলি—ইনিই সেই ব্যক্তি। তখন তাঁরা বলেন ঃ এই ব্যক্তির নাম তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) - -(নাসাঈ)।

٢٠٣- بَابُ مَنْ قَالَ يُلْقِى الشَّكَّ

২০৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সন্দীহান হয়েছে

١٠٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ فَاِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَاِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَاِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ

مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْثُ اَبِىْ خَالِدٍ اَشْبَعُ ـ

১০২৪। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ..... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে (রাকাত ইত্যাদী সম্পর্কে) সন্দীহান হবে, তখন তা দূরীভূত করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে খেয়াল করবে এবং যখন তার দৃঢ় বিশ্বাস এই হবে যে, তার নামায শেষ হয়েছে, তখন সে দুটি সিজ্‌দা করবে। যদি প্রকৃতপক্ষে তার নামায পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে দুটি সিজদা এবং শেষ রাকাত তার জন্য নফল হিসাবে পরিগণিত হবে। তার পূর্বে যদি তার নামায পরিপূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে শেষের দুই সিজ্‌দা তার নামাযের পরিপূরক হবে এবং এই সিজ্‌দা দুইটি শয়তানের জন্য অপমান স্বরূপ ..... (মুসলিম, নাসঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رِزْمَةَ اَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمّٰى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ ـ

১০২৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটি সিজ্‌দায়ে সাহুকে "মুরগামাতায়ন" নামকরণ করেছেন। (অর্থাৎ এই দুটি সিজদা শয়তানকে অপমান করে থাকে)।

١٠٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى ثَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَاِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِىْ صَلّٰى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيْمٌ لِلشَّيْطَانِ ـ

১০২৬। আল-কানাবী (র) ..... হযরত আতা ইব্‌ন য়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ

নামাযের মধ্যে সন্দীহান হয়ে এমন অবস্থায় পতিত হবে যে, তিন না চার রাকাত আদায় করেছে তা ঠিক করতে পারে না, তখন সে আরো এক রাকাত নামায পূরণ করে বসা অবস্থায় সর্বশেষ সালামের পূর্বে ভুলের জন্য দুইটি সিজ্‌দা করবে। যদি শেষ রাকাত পঞ্চম রাকাত হয়, তবে এই দুটি সিজ্‌দা তার জের হিসাবে পরিণত হবে এবং যদি তা চতুর্থ রাকাত হয়, তবে এই দুটি সিজ্‌দা শয়তানকে অপমান করার জন্য হবে।

١٠٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِاِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَاِنِ اسْتَيْقَنَ اَنْ قَدْ صَلّٰى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُوْدِهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ فَاِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ اِلَّا اَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنٰى مَالِكٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَّهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ اِلَّا اَنَّ هِشَامًا بَلَّغَ بِهٖ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ -

১০২৭। কুতায়বা (র) ..... যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) রাবী মালিকের সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় এবং সে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে তিন রাকাত আদায় করেছে, তখন সে যেন চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে তা সিজ্‌দা সহকারে আদায় করে তাশাহ্‌হুদ পাঠের নিমিত্তে বসবে। তাশাহ্‌হুদ পাঠের পর বসা অবস্থায় সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজ্‌দা দিবে এবং সবশেষে পুনরায় সালাম ফিরাবে।

٢٠٤- بَابُ مَنْ قَالَ يُتِمُّ عَلٰى اَكْبَرِ ظَنِّهٖ

২০৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নামায শেষ করা

١٠٢٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كُنْتَ فِىْ صَلٰوةٍ فَشَكَكْتَ فِىْ ثَلَاثٍ اَوْ اَرْبَعٍ وَاَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلٰى اَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَاَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ اَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ

رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَّ لَمْ يَرْفَعْهُ وَ وَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ اَيْضًا سُفْيَانُ وَّ شَرِيْكٌ وَّ اِسْرَائِيْلُ وَاخْتَلَفُوْا فِى الْكَلَامِ فِىْ مَتْنِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يُسْنِدُوْهُ -

১০২৮। আন-নুফায়লী (র) .... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তুমি নামাযের মধ্যে তিন রাকাত না চার রাকাত আদায় করেছ, এ সম্পর্কে সন্দীহান হবে এবং তখন তোমার অধিক ধারণা চার রাকাত আদায়ের প্রতি হবে, তখন তুমি তাশাহ্হুদ পাঠ করতঃ বসা অবস্থায় সালামের পূর্বে দুইটি সিজ্‌দা করবে। অতঃপর তাশাহ্হুদ পাঠ করতঃ শেষ সালাম ফিরাবে - - (নাসাঈ)।

١٠٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ نَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ نَا عِيَاضٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانُ نَا يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ اَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِذَا اَتَاهُ الشَّيْطٰنُ فَقَالَ اِنَّكَ قَدْ اَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ قَدْ كَذَبْتَ اِلَّا مَا وَجَدَ رِيْحًا بِاَنْفِهِ اَوْ صَوْتًا بِاُذُنِهِ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ اَبَانٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَّ عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ وَّ قَالَ الْاَوْزَاعِىُّ عِيَاضُ بْنُ اَبِىْ زُهَيْرٍ -

১০২৯। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ও মূসা ইবন ইসমাঈল (র) .... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায আদায়কালে (রাকাতের) কম বেশী সম্পর্কে সন্দীহান হবে, তখন সে ব্যক্তি বসা অবস্থায় দুটি সিজ্‌দা করবে। অতঃপর যদি তার নিকট শয়তান এসে ধোঁকা দেয়, (হে নামাযী) তোমার উযু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন নামাযী বলবে, (হে শয়তান !) তুমি মিথ্যাবাদী; তবে বায়ু নির্গমনের শব্দ বা দুর্গন্ধ যদি অনুভূত হয় (তবে তাকে নতুনভাবে উযু করতে হবে) .... (ইবন মাজা, তিরমিযী)।

١٠٣٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ جَاءَهُ الشَّيْطٰنُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ

ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ مَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ ـ

১০৩০। আল-কানাবী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদে কেউ নামাযে দণ্ডায়মান হয়, তখন শয়তান তার নিকট এসে তাকে ধোঁকা দিতে দিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দেয় যে, সে কয় রাকাত আদায় করেছে—তা স্মরণ করতে পারে না। তোমাদের কারো যখন এমন অবস্থা হবে, তখন সে যেন বসা অবস্থায় দুটি সিজ্‌দা দেয় ..... (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

١٠٣١- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ نَا يَعْقُوْبُ اَنَا ابْنُ اَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ زَادَ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ـ

১০৩১। হাজ্জাজ ইব্‌ন আবু ইয়াকূব (র) .... মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম (রহ) উপরোক্ত হাদীছের সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় (সাহূ সিজ্‌দা) করবে।

١٠٣٢- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ نَا يَعْقُوْبُ اَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِىُّ بِاِسْنَادِهِ وَ مَعْنَاهُ قَالَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ـ

১০৩২। হাজ্জাজ (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম যুহরী (র) উপরোক্ত সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সালামের পূর্বে দুটি সিজ্‌দা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

٢٠٥- بَابُ مَنْ قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

২০৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পর সিজ্‌দা সাহূ করা সম্পর্কে

١٠٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ اَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ـ

১০৩৩। আহ্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন্ জাফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সন্দীহান হবে, সে যেন সালাম ফিরাবার পর দুইটি সিজ্দা (সাহূ) করে।

٢٠٦ـ بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

২০৬. অনুচ্ছেদ ঃ দুই রাকাতের পর তাশাহ্হুদ পাঠ না করে দাঁড়ানো সম্পর্কে

١٠٣٤ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيْمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১০৩৪। আল-কানাবী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন বুহায়না (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআতে নামায আদায় করার সময় দুই রাকাতের পর না বসে (ভুলবশত তৃতীয় রাকাতের) জন্য দণ্ডায়মান হন এবং মুক্তাদীগণও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। নামায শেষে আমরা যখন সালামের অপেক্ষায় ছিলাম, তখন তিনি (স) বসা অবস্থায় সালামের পূর্বে আল্লাহু আকবার বলে দুইটি সিজ্দা দেন এবং অতপর তিনি (স) সালাম ফিরান।

١٠٣٥ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا اَبِىْ وَ بَقِيَّةُ قَالَا نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِمَعْنٰى اِسْنَادِهٖ وَحَدِيْثِهٖ زَادَ وَ كَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِىْ قِيَامِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِىِّ ـ

১০৩৫। আমর ইব্ন উছমান (র) ..... যুহরী (র) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং এখানে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ (ভুলবশতঃ) দাঁড়ানো অবস্থায় তাশাহ্হুদ পাঠ করেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ হযরত ইবনুয যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সিজ্‌দার অনুরূপ সিজ্‌দা করেন । এটা যুহ্‌রী (র)-এর কথা।

٢٠٧- بَابُ مَنْ نَّسِيَ اَنْ يَّتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

২০৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাশাহ্‌হুদ পড়তে ভুলে গেলে

١٠٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ نَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْاَحْمَسِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَّسْتَوِىَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَاِنِ اسْتَوٰى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ -

১০৩৬। হাসান ইব্‌ন আমর (র) .... মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন ইমাম (তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে) দুই রাকাত আদায়ের পর না বসে দণ্ডায়মান হওয়া কালে সম্পূর্ণ সোজা হওয়ার পূর্বে এটা তার স্মরণ হয়; তখন তিনি সাথেসাথেই বসবেন এবং যদি তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকেন তখন তিনি আর না বসে নামায শেষে দুইটি সিজ্‌দা সাহূ করবেন ..... (ইব্‌ন মাজা)।

١٠٣٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قُلْنَا سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَضٰى فَلَمَّا اَتَمَّ صَلَاتَهُ وَ سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذٰلِكَ رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ رَوَاهُ اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عُمَيْسٍ اَخُو الْمَسْعُوْدِيِّ وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيْرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ

قَيْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ اَفْتٰى بِذٰلِكَ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ هٰذَا فِىْ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوْا بَعْدَ مَا سَلَّمُوْا ـ

১০৩৭। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার (র) যিয়াদ ইব্ন ইলাকা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত মুগীরা (রা) ইমামতি করাকালে দুই রাকাতের পর না বসে দণ্ডায়মান হন। তখন আমরা 'সুবহানাল্লাহ' বলি (ভুল সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য নামাযের মধ্যে এরূপ বলতে হয়)। জবাবে তিনিও "সুবহানাল্লাহ" বলেন। নামায সমাপনান্তে তিনি ভুলের জন্য দুইটি সিজ্‌দার সাহূ করেন। পরে তিনি সে স্থান ত্যাগ করবার পর বলেন ঃ আমি যেরূপ করেছি, এরূপ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি ..... (তিরমিযী)।

অন্য বর্ণনায় আবু উমায়েস ..... ছাবিত ইব্ন উবায়েদ হতে উল্লেখ করেছেন যে, একদা হযরত মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) নামায পড়াচ্ছিলেন ..... অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবু দাউদ (র) বলেন, আবু উমায়স (র) মাসউদীর ভাই। সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)–ও মুগীরা (রা)–র অনুরূপ করেছেন। ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা), দাহ্হাক ইব্ন কায়স (রা), মুআবিয়া (রা), ইব্ন আব্বাস (রা) এবং উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)–ও অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ এটা ঐ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা দুই রাকাতের সময় না বসার ভুলের জন্য সালামের পর সিজ্‌দায় সাহূ আদায় করে থাকে।

١٠٣٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ بِمَعْنَى الْاِسْنَادِ اَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِىِّ عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِى ابْنَ سَالِمٍ الْعَنْسِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ عَمْرٌو وَحْدَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَ لَمْ يَذْكُرْ عَنْ اَبِيْهِ غَيْرُ عَمْرٍو ـ

১০৩৮। আমর ইব্ন উছমান (র) ..... ছাওবান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নামাযের মধ্যে যে কোন ভুলের জন্য দুটি সিজ্‌দায় সাহূ করতে হয় ..... (ইব্ন মাজা)।

٢٠٨- بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيْهِمَا تَشَهُّدٌ وَّتَسْلِيْمٌ

২০৮. অনুচ্ছেদ ঃ দুইটি সাহু সিজদার পর তাশাহহুদ পড়বে, অতপর সালাম ফিরাবে

١٠٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ اَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَسَهٰى فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ -

১০৩৯। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়েন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের সাথে নামায আদায়কালে ভুল করেন। অতঃপর তিনি ভুলের জন্য দুটি সিজ্দা করেন। পরে তাশাহ্হুদ পাঠ করে সালাম ফিরান -- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٢٠٩- بَابُ انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلٰوةِ

২০৯. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের পূর্বে স্ত্রীলোকদের নামায শেষে প্রস্থান সম্পর্কে

١٠٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيْلاً وَّ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ ذٰلِكَ كَيْمَا يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ -

১০৪০। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে সালামের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। লোকেরা এর অর্থ করত যাতে মহিলারা পুরুষদের পূর্বে মসজিদ হতে বের হয়ে যেতে পারে .....(বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢١٠- بَابُ كَيْفَ الْاِنْصِرَافُ مِنَ الصَّلٰوةِ

২১০. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষে প্রস্থানের পদ্ধতি সম্পর্কে

١٠٤١- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ

بْنِ هُلْبٍ رَجُلٍ مِنْ طَيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ ـ

১০৪১। আবল ওলীদ (র) ..... হযরত কাবীসা ইব্‌ন হুল্‌ব (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছেন এবং তিনি (স) নামায শেষে মসজিদের কোন এক পাশ (ডান বা বাম) দিয়ে প্রস্থান করতেন (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

١٠٤٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لاَ يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ نَصِيْبًا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهِ اَنْ لاَّ يَنْصَرِفُ اِلاَّ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ مَايَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ عُمَارَةُ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ بَعْدُ فَرَاَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَّسَارِهِ ـ

১০৪২। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্বীয় নামাযের মধ্যে শয়তানের জন্য কোন অংশ না রাখে। এরূপে যে, সে নির্গমনের সময় শুধুমাত্র ডানদিক হতেই বের হবে। তিনি আরো বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অধিকাংশ সময়ে বাম দিক দিয়ে বের হতে দেখেছি।

রাবী উমারা বলেন ঃ এই হাদীছ শ্রবণের পর আমি যখন মদীনায় গমন করি, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুজরাসমূহ মসজিদের বাম দিকে দেখতে পাই ..... (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।(১)

٢١١- بَابُ صَلٰوةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِيْ بَيْتِهِ

২১১. অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম

١٠٤٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ

টিকা ঃ (১) নামায শেষে ইমাম ডান বা বাম দিকে ফিরে বসতে পারে, তদ্রূপ মসজিদের ডান বা বাম দিক দিয়ে বের হতে কোন আপত্তি নাই। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় নির্গমনের জন্য ডান বা বাম দিকে নির্দিষ্ট করে নেয় এবং সেই দিক হতেই বাইর হওয়াকে জরুরী মনে করে, তবে সে গোনাহগার হবে। কারণ এতে শয়তান খুশী হয় এবং একেই শয়তানের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। নফল বা মুস্তাহাবকে একান্ত জরুরী মনে করা অন্যায় ও গোনাহের কাজ। (অনবাদক)

عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَ لاَتَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا -

১০৪৩। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ব স্ব গৃহে (নফল) নামায আদায় করবে এবং তোমাদের ঘরকে তোমরা (নামায আদায় না করে) কবর সদৃশ্য করবে না -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٠٤٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ -

১০৪৪। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ..... যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ফরয নামায ব্যতীত যে কোন ধরনের নফল নামায আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) হতে ঘরে পড়াই শ্রেয় .....(নাসাঈ, তিরমিযী)।

٢١٢- بَابُ مَنْ صَلّٰى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

২১২. অনুচ্ছেদ ঃ কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করার পর, তা জ্ঞাত হলে

١٠٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَّ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحَابَهُ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ فَمَرَّ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوْعٌ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ اَلاَ اِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ اِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَمَالُوْا كَمَا هُمْ رُكُوْعٌ اِلَى الْكَعْبَةِ -

১০৪৫। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীরা বায়তুলমুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। অতঃপর যখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ তোমরা যেখানেই থাক, মসজিদুল্ হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় কর। (অর্থাৎ এ সময় বায়তুল্লাহকে কিবলা হিসাবে নির্দ্ধারিত করা হয়) এ সময় বনী সালমাহ্ একব্যক্তি মসজিদের পাশদিয়া গমন কালে দেখতে পান যে, তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ফজরের নামায আদায় করছেন। তখন তিনি দুইবার (চীৎকার করে) বলেন ঃ নিশ্চয়ই কিবলাকে
এখন বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফিরানো হয়েছে। তাঁরা রুকূ অবস্থায় কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন – (মুসলিম, নাসাঈ)।

٢١٣- بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের বিভিন্ন বিধান

١٠٤٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَ فِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ وَهِيَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنَ تُصْبِحُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ اِلاَّ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ وَ فِيْهَا سَاعَةٌ لاَيُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَّ هُوَ يُصَلِّيْ يَسْاَلُ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهَا قَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ بَلْ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرٰةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِيْ مَعَ كَعْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَدْ عَلِمْتُ اَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَاَخْبِرْنِيْ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ هِيَ اٰخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ هِيَ اٰخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَتِلْكَ السَّاعَةَ لاَ يُصَلِّيْ فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ

اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِيْ صَلٰوةٍ حَتّٰى يُصَلِّيَ قَالَ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ هُوَ ذَاكَ ـ

১০৪৬। আল্-কানাবী (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যেসব দিনে সূর্যোদয় হয় তার মধ্যে জুমুআর দিনই উত্তম। ঐ দিনেই হযরত আদম (আ) সৃষ্টি হয়েছিলেন, ঐ দিনই তাঁকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, ঐ দিনই তাঁর তওবা কবুল হয় এবং ঐ দিন তিনি ইন্তিকাল করেন। ঐ দিনই কিয়ামত কায়েম হবে, এই দিন জিন ও ইনসান ব্যতীত সমস্ত প্রাণীকুল সুব্হে-সাদেক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় নিহিত আছে, তখন কোন মুসলিম বান্দাহ্ নামায আদায়ের পর আল্লাহ্র নিকট যা প্রার্থনা করবে তাই প্রাপ্ত হবে।

হযরত কাব (রা) বলেন, এইরূপ দু'আ কবুলের সময় সারা বছরের মধ্যে মাত্র এক দিন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, বছরের একটি দিন নয়, বরং এটা প্রতি জুমুআর দিনের মধ্যে নিহিত আছে। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত কাব (রা) তার প্রমাণস্বরূপ তাওরাত পাঠ করে বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (স) সত্য বলেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-র সাথে সাক্ষাত করি (যিনি ইহূদীদের মধ্যে বিজ্ঞ আলিম ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করি। এই সময় হযরত কাব (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, দু'আ কবুলের সেই বিশেষ সময় সম্পর্কে আমি জ্ঞাত আছি। তখন আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমাকে ঐ সময় সম্পর্কে অবহিত করুন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, তা হল জুমুআর দিনের সর্বশেষ সময়। আমি বললাম, তা জুমুআর দিনের সর্বশেষ সময় কিরূপে হবে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে কোন বান্দাহ নামায আদায়ের পর উক্ত সময়ে দু'আ করলে তার দু'আ কবুল হবে। অথচ আপনার বর্ণিত সময়ে কোন নামায আদায় করা যায় না। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, কোন ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকলে— নামায আদায় না করা পর্যন্ত তাকে নামাযে রত হিসাবে গণ্য করা হয়? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তা ঐ সময়টি .... (নাসাঈ, তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম)।

١٠٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ ـ

১০৪৭। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ... ... হযরত আওস ইব্ন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ দিনসমূহের মধ্যে জুমুআর দিনই সর্বোৎকৃষ্ট । এই দিনই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয় এবং এই দিন তিনি ইন্তিকাল করেন। ঐ দিনে শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। ঐ দিন সমস্ত সৃষ্টিকুল বেহুশ্ হবে। অতএব তোমরা ঐ দিন আমার উপর অধিক দুরূদ পাঠ করবে, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার সম্মুখে পেশ করা হয়ে থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার দেহ তো গলে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দুরূদ কিরূপে আপনার সম্মুখে পেশ করা হবে ? তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্বিয়ায় কিরামের দেহসমূহ মাটির জন্য (বিনষ্ট করা হতে) হারাম করে দিয়েছেন ... ... (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢١٤. بَابُ الْاِجَابَةِ اَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিনে কোন্ মুহূর্তে দু'আ কবুল হয়

١٠٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ اَنَّ الْجَلَّاحَ مَوْلٰى عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيْدُ سَاعَةً لَا يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلَّا اَتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوْهَا اٰخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ

১০৪৮। আহ্মাদ ইব্ন সালেহ (র) ... ... হযরত জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ জুমুআর দিনের বার ঘন্টার মধ্যে একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, তখন কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট যাই দু'আ করে — আল্লাহ তাই কবুল করেন। তোমরা এই মুহূর্তটিকে আসরের শেষে অনুসন্ধান কর -- (নাসাঈ)।

١٠٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَاْنِ الْجُمُعَةِ يَعْنِى السَّاعَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هِىَ مَا بَيْنَ اَنْ يَّجْلِسَ الْاِمَامُ اِلَى اَنْ تُقْضَى الصَّلٰوةُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ عَلَى الْمِنْبَرِ -

১০৪৯। আহ্মাদ ইব্ন সালেহ (র) ..... আবু বুরদা ইব্ন আবু মূসা আল-আশ্আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) আমাকে বলেন— আপনি আপনার পিতাকে জুমুআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আমি আমার পিতার সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ এই বিশেষ মুহূর্তটি হল ইমামের খুত্বা দানের জন্য মিম্বরের উপর বসার সময় হতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত" - - (মুসলিম)।

٢١٥. بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

২১৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের ফযীলত

١٠٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَّمَنْ مَّسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا -

১০৫০। মুসাদ্দাদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে জুমুআর নামায পড়তে আসে এবং চুপ করে (খুতবা) শুনে আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির এক জুমুআ হতে অন্য জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন এবং আরো তিন দিনের গুনাহও মাফ করে দিয়ে থাকেন। তিনি (স) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি (খুত্বা ও নামাযের সময়) কংকর সরায়, সে যেন বেহুদা কর্মে লিপ্ত হল ..... (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٠٥١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا عِيْسٰى نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ مَوْلٰى امْرَأَتِهٖ اُمِّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى مِنْبَرِ الْكُوْفَةِ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيٰطِيْنُ بِرَايَاتِهَا اِلَى الْاَسْوَاقِ فَيَرْمُوْنَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيْثِ اَوِ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُوْنَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُوا الْمَلٰئِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُوْنَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَّالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتّٰى يَخْرُجَ الْاِمَامُ فَاِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهٗ كِفْلٌ مِّنَ الْاَجْرِ وَاِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَّسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِّنْ وِزْرٍ وَّمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهٖ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَهْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهٗ فِىْ جُمُعَتِهٖ تِلْكَ شَىْءٌ ثُمَّ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ ذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ بِالرَّبَائِثِ وَقَالَ مَوْلٰى اِمْرَأَتِهٖ اُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ -

১০৫১। ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ······ আতা আল-খুরাসানীর স্ত্রী উম্মে উছমানের আযাদকৃত গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-কে কুফার মসজিদে মিম্বরের উপর বসে বলতে শুনেছি — যখন জুমুআর দিন আসে, তখন শয়তান স্বীয় ঢালসহ বাজারে (বা লোকদের একত্রিত হওয়ার স্থানে) ঘুরে বেড়ায় আর লোকজন বিভিন্ন প্রয়োজনের বেড়াজালে নিক্ষিপ্ত করে নামায হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করে এবং জুমুআয় হাযির হতে বিলম্ব ঘটায়। পক্ষান্তরে জুমুআর দিন ফেরেশ্‌তারা দপ্তরসহ (নথিপত্র) আগমন করেন এবং মসজিদের দরজায় উপবেশন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আগমনের সময় লিপিবদ্ধ করেন, এমনকি ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর আরোহণ করা পর্যন্ত তাঁরা একাজে লিপ্ত থাকেন। (অতঃপর ইমাম মিম্বরের উপর বসার সাথে সাথেই তাঁরা খাতা বন্ধ করে দেন)। ইমাম খুত্‌বা দেয়া শুরু করলে যে ব্যক্তি চুপচাপ বসে শুনে সে দুইটি বিনিময় প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এতদূরে বসে যে, ইমামের খুত্‌বা শুনতে পায় না; তবুও সে চুপ করে বসে থাকার জন্য একটি বিনিময় প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি এমন স্থানে উপবেশন করে যেখান হতে সে ইচ্ছা করলে ইমামের খুতবা শুনতে এবং তাকে দেখতেও

পারে, কিন্তু সে এরূপ না করে বেহুদা কথা ও কর্মে লিপ্ত হয়, সে গুনাহগার হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ইমামের খুত্‌বা দানের সময় অন্যকে চুপ থাকতে বলে সেও বেহুদা কর্মে লিপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ বেহুদা কথা বা কর্মে লিপ্ত হয়, সে জুমুআর দিনের কোন ফযীলাত প্রাপ্ত হবে না। অতঃপর হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি ···· (আহ্‌মাদ)।

٢١٦. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ

২১৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামায ত্যাগ করার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে

١٠٥٢– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِيْ عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ اَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ ـ

১২৫২। মুসাদ্দাদ (র) ··· ··· ··· হযরত আবুল জাদ্‌ আদ-দামিরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিনা কারণে অলসতা হেতু তিনটি জুমুআর নামায পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন (যাতে কোন মঙ্গল তাতে প্রবেশ করতে না পারে, ফলে তাতে কল্যাণ ও বরকত প্রবেশের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়) – – (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٢١٧. بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

২১৭. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামায ত্যাগের কাফ্‌ফারা

١٠٥٣– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الْاِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ ـ

১০৫৩। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ......হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি বিনা

ওযরে জুমুআর নামায ত্যাগ করে, সে যেন এক দীনার সদকা করে। যদি তার পক্ষে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সদ্‌কা করা সম্ভব না হয়, তবে যেন অর্ধ-দীনার সদ্‌কা করে -- (নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, খালিদ ইব্‌ন কায়েস (র)-ও ভিন্ন সনদে এই হাদীছটি এইরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ وَاِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَيُّوْبَ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ اَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ اَوصَاعٍ حِنْطَةٍ اَوْ نِصْفِ صَاعٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ هٰكَذَا اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ مُدًّا اَوْ نِصْفَ مُدٍّ وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ -

১০৫৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ... ... কুদামা ইব্‌ন ওয়াবারাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তির বিনা কারণে জুমুআর নামায পরিত্যক্ত হবে, সে যেন এক দিরহাম বা অর্ধ-দিরহাম অথবা এক সা' গম, বা অর্ধ-সা' গম আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সদ্‌কা করে -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন বাশীর এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সা'-এর পরিবর্তে এক মুদ্দ অথবা অর্ধ মুদ্দ শব্দ উল্লেখ করেছেন (এক মুদ্দ$\frac{১}{৪}$ সা')।

٢١٨- بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যাদের উপর জুমআর নামায ফরয

١٠٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِىْ -

১০৫৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ... ... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নিজ নিজ ঘর হতে (মদীনা

শহরের) জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে নববীতে আগমন করতেন, এমনকি 'আওয়ালীয়ে মদীনা' (অর্থাৎ মদীনার শহরতলী) হতেও লোকজন আসতো।

١٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا قَبِيْصَةُ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُوْرًا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ وَاِنَّمَا اَسْنَدَهُ قَبِيْصَةُ -

১০৫৬। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যারা জুমুআর নামাযের আযান শুনতে পাবে তাদের উপর জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)।

٢١٩. بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَطِيْرِ

২১৯. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির দিনে জুমুআর নামায

١٠٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ مَلِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَاَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ اَنِ الصَّلٰوةُ فِي الرِّحَالِ -

১০৫৭। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর (র) ..... হযরত আবু মালীহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুআযযিনকে স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায়ের ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দেন (বৃষ্টিপাতের মধ্যে একত্রিত হয়ে নামায আদায়ের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এরূপ করা হয়) -- (নাসাঈ)।

١٠٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ عَنْ صَاحِبٍ لَّهُ عَنْ اَبِيْ مَلِيْحٍ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

১০৫৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) - - - - হযরত আবু মালীহ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা ছিল জুমুআর দিন।

١٠٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ خَبَّرَنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَاَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلَّ اَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُصَلُّوْا فِىْ رِحَالِهِمْ -

১০৫৯। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) - - - - হযরত আবু মালীহ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি জুমুআর দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। ঐ সময় হালকা বৃষ্টি হয় যাতে জুতার তলাও ভিজে নাই। নবী করীম (স) সকলকে স্ব-স্ব অবস্থানেস্থলে নামায আদায়ের নির্দেশ দেন - - (ইব্‌ন মাজা)।

٢٢٠- بَابُ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ

২২০. অনুচ্ছেদ ঃ শীতের রাতে জামাআতে না যাওয়া সম্পর্কে

١٠٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا اَيُّوْبُ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِىْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَاَمَرَ الْمُنَادِىَ فَنَادَى اَنَّ الصَّلٰوةَ فِى الرِّحَالِ قَالَ اَيُّوْبُ وَحَدَّثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْ مَطِيْرَةٌ اَمَرَ الْمُنَادِىَ فَنَادَى الصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ -

১০৬০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ (র) - - - হযরত নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন উমার (রা) একদা দাজ্‌নান্‌ নামক স্থানে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জায়গা) শীতের রাতে অবতরণ করেন। ঐ সময় তিনি মুআযযিন'ক স্ব-স্ব স্থানে নামায আদায়ের ঘোষণা দিতে বলেন।

রাবী আইয়ূব বলেন, নাফে (রহ) থেকে ইব্‌ন উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টির রাতে মুআয্‌যিনকে স্ব-স্ব আবাসে নামায আদায়ের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

١٠٦١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ نَادٰى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلٰوةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادٰى اَنْ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَاْمُرُ الْمُنَادِىَ فَيُنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ يُنَادِىْ اَنْ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ فِى السَّفَرِ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ فِيْهِ فِى السَّفَرِ فِى اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ اَوِ الْمَطِيْرَةِ ـ

১০৬১। মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) .... হযরত নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) দাজনান নামক স্থানে নামাযের জন্য আযান দেন। অতঃপর তিনি স্ব-স্ব অবস্থানে সকলকে নামায আদায়ের নির্দেশ দেন।

রাবী নাফে (রহ) বলেন, অতঃপর ইব্‌ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তিনি (স) মুআয্‌যিনকে নামাযের আযান দিতে বলতেন, অতঃপর মুআয্‌যিন ঘোষণা দিত যে, সফরের সময় প্রচণ্ড শীত অথবা বৃষ্টির রাতে স্ব-স্ব অবস্থানে (তাঁবুতে) নামায আদায় কর — (ইব্‌ন মাজা)।

١٠٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ نَادٰى بِالصَّلٰوةِ بِضَجْنَانَ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَّرِيْحٍ فَقَالَ فِىْ اٰخِرِ نِدَائِهٖ اَلَا صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِىْ سَفَرٍ يَّقُوْلُ اَلَا صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ ـ

১০৬২। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) - - - হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি দাজ্‌নান্‌ নামক স্থানে প্রচণ্ড শীত ও বায়ু প্রবাহের রাতে নামাযের আযান দেন এবং আযান শেষে বলেন — তোমরা স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরকালীন প্রচণ্ড শীত ও বর্ষার সময় স্ব-স্ব তাঁবুতে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতেন।

١٠٦٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَعْنِىْ اَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ

فِيْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَّ رِيْحٍ فَقَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ـ

১০৬৩। আল্-কানাবী (র) - - - হযরত নাফে (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্ন উমার (রা) শীত ও বায়ু প্রবাহের রাতে নামাযের আযানের পর বলেন, শুনে নাও! তোমরা স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড শীত অথবা বৃষ্টির রাতে মুআয্যিনকে স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায় করার ঘোষণা দিতে বলতেন - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ فِى الْمَدِيْنَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْخَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْهِ فِى السَّفَرِ ـ

১০৬৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মদীনাতে শীতের ভোরে ও বৃষ্টির রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মুআয্যিন লোকদেরকে স্ব-স্ব আবাসে নামায আদায়ের ঘোষণা দেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন উমার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এটা সফরের সময়ের ব্যাপার।

١٠٦٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِىْ رَحْلِهِ ـ

১০৬৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। ঐ সময়

বৃষ্টিপাত হওয়ায় তিনি সাহাবীদের বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ ঘরে নামায আদায়ের ইচ্ছা করে সে তা করতে পারে – – (মুসলিম, তিরমিযী)।

١٠٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اسْمٰعِيْلُ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِىِّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ عَمُّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهٖ فِىْ يَوْمٍ مَّطِيْرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَ تَقُلْ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قُلْ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَكَاَنَّ النَّاسُ اسْتَنْكَرُوْا ذٰلِكَ قَالَ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّىْ اِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِى الطِّيْنِ وَالْمَطَرِ ـ

১০৬৬। মুসাদ্দাদ (র) – – – আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বৃষ্টির দিনে তাঁর মুআয্যিনকে বলেন, তুমি "আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলার পর 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত" বল না, বরং বলবে — 'সাল্লু ফী বাইতিকুম' (তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় কর)। এতদশ্রবণে লোকেরা তা অপছন্দ করেন। তখন তিনি বলেন, তা আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি করেছেন। জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব। এরূপ বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে হেটে এসে তা আদায় করবার জন্য তোমাদেরকে বাধ্য করতে আমি পছন্দ করি না – – (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা) ।

٢٢١. بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوْكِ وَالْمَرْاَةِ

২২১. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা ও গোলামদের জন্য জুমুআর নামায ফরয নয়

١٠٦٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا هُرَيْمٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُنْتَشِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَّاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلاَّ اَرْبَعَةً عَبْدٌ مَّمْلُوْكٌ اَوِ امْرَاَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا ـ

১০৬৭। আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) – – – তারিক ইব্ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুমুআর নামায প্রত্যেক

মুসলমানের উপর জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু তা চার প্রকার লোকের উপর ওয়াজিব নয় ঃ ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, তারিক ইব্ন শিহাব (রা) নবী করীম (স)–কে দেখেছেন, তবে তিনি তাঁর নিকট হতে কিছু শুনেননি।

٢٢٢. بَابُ الْجُمُعَةِ فِى الْقُرٰى

২২২. অনুচ্ছেদ ঃ গ্রামাঞ্চলে জুমুআর নামায আদায় সম্পর্কে

١٠٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَخْرَمِىُّ لَفْظُهُ نَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِى الْاِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَا قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِّنْ قُرٰى عَبْدِ الْقَيْسِ -

১০৬৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) – – – ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রথম জুমুআ মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মসজিদে (মসজিদে নববীতে) অনুষ্ঠিত হওয়ার পর অন্য যেখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা হল বাহ্‌রাইনের আব্দুল কায়েস গোত্রে অবস্থিত "জাওয়াছা" নামক গ্রামে। রাবী উছমান (র) বলেন, তা আবদুল কায়েস নামীয় গোত্রের বসতি এলাকা —— (বুখারী)।

١٠٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَ كَانَ قَائِدُ اَبِيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ اَبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِاَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ اِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِاَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِىْ هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِىْ بَيَاضَةَ فِىْ نَقِيْعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيْعُ الْخَضَمَاتِ قُلْتُ كَمْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَرْبَعُوْنَ -

১০৬৯। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আব্দুর রাহমান ইব্‌ন কাব ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা কাব (রা)-র দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর পরিচালক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা হযরত কাব (রা)-র সূত্রে হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তাঁর পিতা যখন জুমুআর নামাযের আযান শুনতেন, তখন হযরত আসআদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-এর জন্য দু'আ করতেন। তাঁর এরূপ দু'আ করার কারণ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যেহেতু তিনি য়ামানের "হাযম আল্‌-নাবিত" নামক গ্রামে আমাদের জন্য সর্বপ্রথম জুমুআর নামায কায়েম করেন। এই স্থানটি নাকী নামক স্থানের "বানী বায়াদার-হুররাতে" অবস্থিত এবং তা 'নাকী আল্‌-খাদামাত' হিসাবে প্রসিদ্ধ। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি, সে সময়ে সংখ্যায় আপনারা কতজন ছিলেন ? তিনি বলেন, চল্লিশজন - - (ইব্‌ন মাজা)।

٢٢٣. بَابُ اِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيْدٍ

২২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদ ও জুমুআ যদি একই দিনে একত্র হয়

١٠٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا اِسْرَائِيْلُ نَا عُثْمَانُ بْنُ مُغِيْرَةَ عَنْ اِيَاسِ بْنِ اَبِىْ رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْاَلُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ قَالَ اَشَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْدَيْنِ اِجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ اَنْ يُّصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ ـ

১০৭০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - হযরত আইয়াস ইব্‌ন আবু রামলা আশ-শামী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা) হযরত যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে কিছু জিজ্ঞাসা করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি (মুআবিয়া) বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময়ে তাঁর সাথে ঈদ ও জুমুআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছেন ? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তিনি (স) কিরূপে তা আদায় করেন ? তিনি বলেন, নবী করীম (স) প্রথমে ঈদের নামায আদায় করেন, অতঃপর জুমুআর নামায আদায়ের ব্যাপারে অবকাশ প্রদান করে বলেন ঃ যে ব্যক্তি তা আদায় করতে চায়, সে তা আদায় করতে পারে - - (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ نَا اَسْبَاطٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ اَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا اِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَصَابَ السُّنَّةَ ـ

১০৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন তারীফ (র) - - - আতা ইব্ন আবু রিবাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্নুয যুবায়ের (রা) জুমুআর দিনে আমাদের সাথে ঈদের নামায আদায় করেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে একটু হেলে যাওয়ার পর আমরা জুমুআর নামায পড়তে যাই। কিন্তু তিনি না আসাতে আমাদের প্রত্যেকে একাকি নামায আদায় করেন। ঐ সময় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) তায়েফে ছিলেন। তিনি তায়েফ থেকে ফেরার পর আমরা বিষয়টি তাঁর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হযরত ইব্নুয যুবায়ের (রা)-সুন্নাত অনুসারে কাজ করেছেন - - (নাসাঈ)।

١٠٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اِجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيْدَانِ اِجْتَمَعَا فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيْعًا فَصَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ـ

১০৭২। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র) - - - ইব্ন জুরায়জ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা (রহ) বলেছেন, ইব্নুয যুবায়ের (রা)-র সময় একবার ঈদুল-ফিত্র ও জুমুআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ইব্নুয যুবায়ের (রা) বলেন, একই দিনে দুইটি ঈদের সমাগম হয়েছে। তখন তিনি দুইটিকে একত্রিত করে উভয় ঈদের জন্য দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং সেদিন তিনি আসরের পূর্বে আর কোন নামায পড়েননি।

١٠٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى وَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَابِيُّ الْمَعْنٰى قَالَ نَا بَقِيَّةُ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ اَجْزَاهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَاِنَّا مُجَمِّعُوْنَ قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ ـ

১০৭৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফফা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আজকের এই দিনে দুইটি ঈদের সমাগম হয়েছে (ঈদ ও জুমুআ)। অতএব কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে জুমুআর নামায আদায় করে তার ফযীলত অর্জন করতে পারে এবং আমি দুটিই (ঈদ ও জুমুআ আদায় করব (১) - - (ইব্ন মাজা)।

٢٢٤. بَابُ مَايَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২২৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিনে ফজরের নামাযে যে সূরা পড়তে হয়

١٠٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةَ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ -

১০৭৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজ্দাহ এবং "সূরা হাল্ আতা আলাল ইনসান" তিলাওয়াত করতেন।

١٠٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُخَوَّلٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ -

১০৭৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - মুখাওয়াল (র) হতে উপরোক্ত হাদীছটি একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে আরও উল্লেখ আছে যে, তিনি (স) জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ এবং সূরা ইযা জাআকাল মুনাফিকূন তিলাওয়াত করতেন - - (মুসলিম, নাসাঈ)।

٢٢٥. بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

২২৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর জন্য পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে

١٠٧٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ

(১) জুমুআ ও ঈদের নামায একই দিনে অনুষ্ঠিত হলে, দু'টি নামাযই আদায় করতে হবে। - - (অনুবাদক)

الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ يَعْنِىْ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اِشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ ـ

১০৭৬। আল্-কানাবী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজার সামনে স্বর্ণখচিত রেশ্মী কাপড় বিক্রয় হতে দেখে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যদি আপনি এই কাপড় খরিদ করতেন, তবে এর তৈরী জামা জুমুআর দিনে এবং বহিরাগত প্রতিনিধিগণ যখন আপনার খিদমতে উপস্থিত হয় তখন পরিধান করতে পারতেন। নবী করীম (স) বলেন ঃ এটা তো ঐ ব্যক্তি পরিধান করতে পারে যার আখেরাতে কোন অংশ নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে ঐ জাতীয় কিছু রেশমী কাপড় হাদিয়া এলে তিনি তা থেকে উমার (রা)-কে একটি নকশীদার চাদর দান করেন। তখন হযরত উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এটা আপনি আমাকে পরিধানের জন্য দিয়েছেন, কিন্তু ইতিপূর্বে আপনি উতারাদের রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তখন নবী করীম (স) বলেন ঃ আমি এটা তোমার পরিধানের জন্য দেইনি। অতপর হযরত উমার (রা) কাপড়টি মক্কায় তাঁর এক অমুসলিম দুধভাইকে দান করেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٠٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِبْتَعْ هٰذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوُفُوْدِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ ـ

১০৭৭। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) - - - হযরত সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বাজারে রেশমের মোটা কাপড় বিক্রী হতে দেখে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ

করে বলেন — আপনি এটা খরিদ করুন এবং তা পরিধান করে ঈদের নামায আদায় করতে এবং বহিরাগত প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাত করতে পারবেন। অতঃপর উক্ত হাদীছের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হয়েছে এবং প্রথম হাদীছটিই পূর্ণাংগ।

١٠٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَعَمْرٌو اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى اَحَدِكُمْ اِنْ وَّجَدَ اَوْ مَا عَلَى اَحَدِكُمْ اِنْ وَّجَدَ ثُمَّ اَنْ يَّتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَىْ مِهْنَتِهِ قَالَ عَمْرٌو وَّاَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُّوْسَى بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُّوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১০৭৮। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) - - - মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কারো পক্ষে বা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হলে — নিজেদের সচরাচর পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া-জুমুআর নামাযের জন্য পৃথক দুটি কাপড়ের ব্যবস্থা করে নেবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, ইব্ন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপরোক্ত হাদীছ মিম্বরের উপর বসে বলতে শুনেছেন।

٢٢٦. بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ

২২৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা

١٠٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ وَاَنْ يُّنْشَدَ فِيْهِ شِعْرٌ وَّنَهٰى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

১০৭৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আমর ইব্ন শুআইব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে বেচা-কেনা করতে হারানো জিনিস খোঁজ করতে এবং কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন এবং জুমুআর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসতেও নিষেধ করেছেন - - (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

٢٢٧. بَابُ اِتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ

২২৭. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বর তৈরী সম্পর্কে

١٠٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالاً اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِىَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِى الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَاَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى فُلاَنَةَ امْرَاَةٍ سَمَّاهَا سَهْلٌ اَنْ مُرِىْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ اَنْ يَّعْمَلَ لِىْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هٰهُنَا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ فِىْ اَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَاْتَمُّوْا وَلِتَعَلَّمُوْا صَلاَتِىْ -

১০৮০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু হাযিম ইব্ন দীনার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক সন্দিহান হয়ে হযরত সাহল ইব্ন সাদ আস - সাঈদী (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিম্বর তৈরী ও কাঠ সম্পর্কে জানতে চায় এবং তারা তাঁকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এটা কিসের তৈরী তা আমি অবগত আছি এবং আমি এর (মিম্বর) প্রথম স্থাপনের দিন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম যেদিন তাতে উপবেশন করেন তা আমি স্বচক্ষে অবলোকন

করেছি। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আনসার গোত্রের (আয়েশা নাম্নী) এক মহিলার নিকট এক ব্যক্তিকে এই খবরসহ প্রেরণ করেন ঃ "তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী মায়মূন নামীয় গোলামকে (রাবী সাহল ঐ মহিলার নাম উল্লেখ করেন) আমার বসে খুতবা দেয়ার জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করতে বল। তিনি ঐ গোলামকে তা তৈরীর নির্দেশ দেন। তখন ঐ মিস্ত্রী (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরে) জংগল হতে সংগৃহীত (ঝাউ নামীয়) গাছের কাঠ দিয়ে মিম্বর তৈরী করেন। অতঃপর তিনি তা নিয়ে তার মালিকার নিকট আসেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে প্রেরণ করেন। অতঃপর তাঁর (স) নির্দেশে তা এই স্থানে রাখা হয়। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এর উপর নামায পড়তে, তাক্‌বীর বলতে এবং রুকূ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি (স) তা থেকে পেছনের দিকে সরে গিয়ে মিম্বরের গোড়ায় (অর্থাৎ মাটিতে) সিজ্‌দা করেন। অতপর তিনি (স) তার উপর উঠেন এবং এইরূপে নামায শেষে লোকদের দিকে ফিরে বলেন ঃ হে জনগণ! আমি এজন্য এরূপ করেছি যাতে তোমরা আমার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে এবং আমার নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পার (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। (১)

١٠٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدُنَ قَالَ لَهُ تَمِيْمٌ الدَّارِىُّ اَلاَ اَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَجْمَعُ اَوْ يَحْمِلُ عِظَامَكَ قَالَ بَلٰى فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ ـ

১০৮১। আল্‌-হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীর বার্ধক্য ও বয়োবৃদ্ধি জনিত কারণে ভারী হয়ে গেলে একদা হযরত তামীমুদ-দারী (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কি আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে দেব, যার উপর আপনি বসতে পারবেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। ঐ সময় তাঁর জন্য দুই ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরী করা হয়।

٢٢٨. بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

২২৮. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বর রাখার স্থান

١٠٨٢- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ

(১) ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শফিঈ ও আহমাদ (রহ) ও অন্যান্যদের মতে মিম্বরের উপর উঠানামা করে নামায আদায় করা জায়েয নয়। উপরোক্ত হাদীছে সাহাবায়ে কিরামকে নামায শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক অবস্থায় নবী করীম (স) এরূপ করেন এবং তা তাঁর জন্য খাস ছিল। — অনুবাদক

بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ ـ

১০৮২। মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - সালামা ইবনুল আক্‌ওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রক্ষিত মিম্বর ও কিব্‌লার দিকের প্রাচীরের মাঝখানে একটি বকরী চলাচল করার মত জায়গা ফাঁকা ছিল - - (মুসলিম)।

٢٢٩. بَابُ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

২২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে জুমুআর দিন নামায আদায় করা সম্পর্কে

١٠٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا حَسَّانُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَرِهَ الصَّلٰوةَ نِصْفَ النَّهَارِ اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ اِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ مُجَاهِدٌ اَكْبَرُ مِنْ اَبِى الْخَلِيْلِ وَاَبُو الْخَلِيْلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ قَتَادَةَ ـ

১০৮৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ছাড়া অন্য দিন ঠিক দুপুরে নামায আদায় করা মাকরূহ মনে করতেন। তিনি আরো বলেন ঃ জুমুআর দিন ব্যতীত অন্য দিনের (এই সময়ে) জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। মুজাহিদ (র) আবুল খালীল (র)-এর চেয়ে প্রবীণ এবং তিনি (আবুল খালীল) আবু কাতাদা (রা) থেকে হাদীস শুনেননি।

٢٣٠. بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

২৩০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত

١٠٨٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِىْ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِىُّ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ ـ

১০৮৪। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর জুমুআর নামায আদায় করতেন - - (বুখারী, তিরমিযী)।

١٠٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ سَمِعْتُ اِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ لِلْحِيْطَانِ فَيْءٌ -

১০৮৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - আয়াস ইব্‌ন সালমা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জুমুআর নামায আদায়ের পর প্রত্যাবর্তন করবার পরেও দেয়ালের ছায়া দেখতাম না। (অর্থাৎ জুমুআর নামায তিনি) এত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন যে, এ সময় সূর্য বেশী হেলে না যাওয়ার কারণে দেয়ালের ছায়া দেখা যেত না) - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدّٰى بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

১০৮৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর নামায আদায়ের পরে দিনের প্রথমাংশের খানা খেয়ে 'কায়লূলা' (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম - - (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

٢٣١- بَابُ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২৩১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের আযান সম্পর্কে

١٠٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ الْاَذَانَ كَانَ اَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ اَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْاَذَانِ الثَّالِثِ فَاَذَّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ -

১০৮৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) ..... আস-সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-র যুগে ইমাম যখন খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বরের উপর বসতেন, তখন যে আযান দেয়া হত তাই ছিল (জুমুআর) প্রথম আযান। অতঃপর হযরত উছমান (রা)-র খিলাফতকালে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন তিনি তৃতীয় আযানের প্রবর্তন করেন। এই ধরনের প্রথম আযান 'জাওরা' নামক স্থানে সর্বপ্রথম প্রদত্ত হয়। অতঃপর এই নিয়ম ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে - - (বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। (১)

١٠٨٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ -

১০৮৮। আন-নুফায়লী (র) ..... আস-সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন মুআয্‌যিন মসজিদের দরজার উপর নবী করীম (স)-এর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আযান দিতেন এবং হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও হযরত উমার (রা)-র সময়েও এই নিয়ম চালু ছিল। .... অবশিষ্টাংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

١٠٨٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَّعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَّاحِدٌ بِلاَلٌ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ -

১০৮৯। হান্নাদ ইব্‌নুস-সারী (র) - - - আস-সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একমাত্র মুআয্‌যিন ছিলেন।

---

(১) ইসলামের প্রথম যুগে জুমুআর দিনে ইমাম খুত্‌বা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহণের পর যে আযান দেয়া হত, তাই ছিল প্রথম আযান। অতঃপর নামায শুরু হওয়ার প্রাক্কালে যে (ইকামত) দেয়া হত তা দ্বিতীয় আযান হিসাবে খ্যাত ছিল। অতঃপর হযরত উছমান (রা)-র সময়ে যে অতিরিক্ত আযানের প্রচলন শুরু হয়, তা তৃতীয় আযান হিসাবে পরিচিত। বর্তমানে জুমুআর জন্য প্রথমে যে আযান দেয়া হয় এটাই ছিল তৃতীয় আযান। .... (অনুবাদক)

١٠٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ نَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ بْنِ اُخْتِ نَمِرٍ اَخْبَرَهُ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَّاحِدٍ وَسَاقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَلَيْسَ بِتَمَامِهٖ -

১০৯০। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - আস-সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত বিলাল (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আর কোন মুআয্যিন ছিল না .... হাদীছের শেষ পর্যন্ত এবং এ হাদীছ পূর্ণাংগ নয়।

٢٣٢. بَابُ الْاِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِىْ خُطْبَتِهٖ

২৩২. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার সময় অন্যের সাথে ইমামের কথা বলা সম্পর্কে

١٠٩١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْطَاكِىُّ نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اجْلِسُوْا فَسَمِعَ ذٰلِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَجَلَسَ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يُعْرَفُ مُرْسَلاً اِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ -

১০৯১। ইয়াকূব ইব্ন কাব ....হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে খুত্বা দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর উঠে বলেন ঃ তোমরা বস! ইব্ন মাসউদ (রা) তা শুনে দরজার উপর বসে পড়েন। কারণ তখন তিনি সেখানেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ ! তুমি এদিকে এসো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস।

٢٣٣. بَابُ الْجُلُوْسِ اِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

২৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের মিম্বরের উপর উঠে বসা

١٠٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ

الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ اذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى يَفْرُغَ أُرَاهُ الْمُؤَذِّنَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ -

১০৯২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইটি খুত্‌বা দিতেন। তিনি (স) প্রথমে মিম্বরের উপর উঠে বসতেন এবং মুআয্‌যিনের আযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই বসে থাকতেন। অতঃপর তিনি (স) দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতেন এবং মাঝখানে কোন কথাবার্তা না বলে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দ্বিতীয় খুত্‌বা দিতেন।

٢٣٤. بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

২৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে খুত্‌বা (ভাষণ) দেয়া সম্পর্কে

١٠٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ قَالَ فَقَدْ وَاللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ اَكْثَرَ مِنْ اَلْفَىْ صَلٰوةٍ -

১০৯৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান হয়ে খুত্‌বা (ভাষণ) দিতেন এবং প্রথম খুত্‌বা শেষে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর পুনরায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুত্‌বা দিতেন।

রাবী বলেন, যদি কেউ বলে, রাসূলুল্লাহ (স) বসে খুতবা দিতেন সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তাঁর সাথে প্রায় দুই হাযারেরও অধিক ওয়াক্ত নামায আদায় করেছি - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٩٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ نَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ -

১০৯৪। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ... ... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইটি খুত্‌বা দিতেন এবং এর মাঝখানে বসতেন। তিনি খুত্‌বার মধ্যে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন – – (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَّ يَتَكَلَّمُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

১০৯৫। আবু কামিল (র) ... ... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতে দেখেছি। তিনি প্রথম খুত্‌বা দেয়ার পর সামান্য সময় বসতেন এবং ঐ সময় কোন কথা বলতেন না .... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

٢٣٥. بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَنْ قَوْسٍ

২৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ধনুকের উপর ভর করে খুতবা দেয়া

١٠٩٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ فَاَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَفَدْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ اَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَاَمَرَ بِنَا اَوْ اَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ اِذْ ذَاكَ دُوْنُ مَا قُمْنَا بِهَا اَيَّامًا شَهِدْنَا فِيْهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى عَصًا اَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيْفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لَنْ تُطِيْقُوْا اَوْ لَنْ تَفْعَلُوْا كُلَّ مَا اُمِرْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ سَدِّدُوْا وَاَبْشِرُوْا قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ قَالَ ثَبَّتَنِيْ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِيْ وَقَدْ كَانَ اِنْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ ـ

১০৯৬। সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ---- শুআইব ইব্ন রুযায়ক আত-তাবিকী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর নিকট উপবেশন করি, যাঁর নাম ছিল আল-হাকাম ইব্ন হাযন্ আল-কালফী (রা)। তিনি আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন, একদা আমি সাত জনের সপ্তম বা নয় জনের নবম ব্যক্তি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করি। ঐ সময় আমরা তাঁকে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের কল্যাণ ও মংগলের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি খোরমার দ্বারা আমাদের মেহমানদারী করার নির্দেশ দেন। তখন মুসলমানগণ কষ্টের মধ্যে ছিল। আমরা তাঁর সাথে অবস্থানকালে একটি জুমুআর দিনও প্রত্যক্ষ করি। ঐ সময় (জুমুআর খুত্বা দেয়াকালে) তিনি লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে খুত্বার প্রারম্ভে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও প্রশস্তি জ্ঞাপন করে কয়েকটি হালকা, পবিত্র ও উত্তম বাক্য আস্তে আস্তে বলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে জনগণ ! প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা তোমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তবে তোমরা সঠিকভাবে আমল করার চেষ্টা কর এবং সুসংবাদ প্রদান কর।

١٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ اَبِىْ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَشَهَّدَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا ـ

১০৯৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ---- ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর খুত্বা দানকালে বলতেন ঃ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, আমরা তাঁর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা এবং মাগ্ফিরাত কামনা করি এবং আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের নফসের শয়তানী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন তাকে কেউই গোমরাহ করতে পারে না এবং তিনি যাকে গোম্রাহ করেন, তার হেদায়াতদাতা আর কেউ নাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে কিয়ামতের পূর্বে প্রেরণ

করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে ব্যক্তি তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবে না এবং সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। "

١٠٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ تَشَهُّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى وَنَسْأَلُ اللّٰهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيْعُهُ وَيُطِيْعُ رَسُوْلَهُ وَ يَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ ـ

১০৯৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) ... ... ইউনুস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি ইব্‌ন শিহাব (রহ)–কে জুমুআর দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খুত্‌বাদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করে আরো বলেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁদের (আল্লাহ ও রাসূলের) নাফরমানী করবে সে গোম্‌রাহ হবে। আমরা আমাদের রবের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে ঐ দলভুক্ত করেন যারা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং তাঁদের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকে। কেননা আমরা তাঁর সাথে ও তাঁর জন্যই। [১]

١٠٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ خَطِيْبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ قُمْ أَوِ اذْهَبْ بِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ ـ

১০৯৯। মুসাদ্দাদ (র) ... ... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) হতে বর্ণিত। জনৈক বক্তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের নাফরমানী করবে"। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ উঠো অথবা ভেগে যাও, তুমি নিকৃষ্ট বক্তা – – (মুসলিম, নাসাঈ)।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাঁদের অসন্তুষ্টি আমাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে খুবই ক্ষতিকর। রাসূলের আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হিসাবে রাসূলের সুন্নাত পালন করা সকলের উচিত।

١١٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ قَ اِلاَّ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنُّوْرُنَا وَاحِدًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ -

১১০০। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) -- -- -- হযরত হারিছ ইব্নুন-নুমান (রা)-র কন্যা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা 'কাফ'-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যবান মোবারক হতে শুনে মুখস্ত করেছি, তিনি প্রত্যেক জুমুআর দিনে তা তিলাওয়াত করে খুত্বা দিতেন। তিনি আরও বলেন, আমরা মহিলারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটবর্তী একই কাতারে সোজা অবস্থান করতাম। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, অত্র হাদীছের বর্ণনায় হারিছ-এর স্থলে রাওহ ইব্ন উবাদা ইমাম শুবা হতে হারিছা বিনতে নুমান উল্লেখ করেছেন। আর ইব্ন ইসহাক বর্ণনাকারিণীর নাম উম্মে হিশাম বিন্তে হারিছা ইবনুন-নুমান বলেছেন - - (মুসলিম, নাসাঈ)।

١١٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيٰنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَقْرَأُ اٰيَاتٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ -

১১০১। মুসাদ্দাদ (র) -- -- -- জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খুত্বা ও নামায উভয় ছিল মধ্যম দৈর্ঘ্যের। তিনি খুতবার মধ্যে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করে লোকদেরকে উপদেশ দিতেন ----- (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী) ।

١١٠٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُخْتِهَا قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قَ اِلاَّ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُهَا فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَابْنُ اَبِي الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ-

১১০২। মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) -- -- -- আমরাহ (র) থেকে তাঁর ভগ্নির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা 'কাফ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যবান মোবারক হতে শুনে শুনে মুখস্ত করেছি। তিনি এই সূরাটি প্রত্যেক জুমুআর দিনে তিলাওয়াত করতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছের অন্য সনদে আমরাহ (র) থেকে উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা ইবনুন-নুমান হতে বর্ণিত (এতে বুঝা যায় যে, বর্ণনাকারিণীর নাম ছিল উম্মে হিশাম)।

١١٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُخْتٍ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَتْ اَكْبَرُ مِنْهَا بِمَعْنَاهُ -

১১০৩। ইবনুস-সারহ (র) -- -- -- আমরাহ (রহ) থেকে তাঁর বোন হযরত আব্দুর রহমান (রা)-র কন্যার সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, হযরত আমরাহ (র)-এর বোন তাঁর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন।

٢٣٦. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ

২৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় দুই হাত তোলা অবাঞ্ছনীয়

١١٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَاٰى عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ وَهُوَ يَدْعُوْ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ قَالَ زَائِدَةُ قَالَ حُصَيْنٌ حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيْدُ عَلٰى هٰذِهِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ الَّتِىْ تَلِىَ الْاِبْهَامَ -

১১০৪। আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) -- -- -- হুসায়ন ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমারা ইব্‌ন রুয়াইবাহ হযরত বিশর ইব্‌ন মারওয়ান (রা)-কে জুমুআর দিনে হাত নেড়ে দু'আ করতে দেখে বলেন, আল্লাহ তার হস্তদয়কে বিনষ্ট করুন। রাবী হুসায়ন বলেন, উমারা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এর অধিক কিছু করতে দেখিনি যে তিনি (স) শাহাদাত অংগুলি দিয়ে ইশারা ব্যতীত আর কিছুই করেননি -- -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ) ।

١١٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُوْ عَلٰى مِنْبَرِهٖ وَلَا غَيْرِهٖ وَلٰكِنْ رَاَيْتُهٗ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطٰى بِالْاِبْهَامِ ـ

১১০৫। মুসাদ্দাদ (র) ... ... সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বর অথবা অন্য কোথাও বেশী উপরে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে দেখিনি । বরং তিনি শাহাদাত আংগুল উপরে উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমাকে মিলিয়ে শাহাদাত অংগুলি দ্বারা ইশারা করতেন মাত্র।

٢٣٧. بَابُ اِقْصَارِ الْخُطَبِ

২৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বাসমূহ সংক্ষেপ করা

١١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا اَبِىْ نَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَاشِدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاِقْصَارِ الْخُطَبِ ـ

১১০৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ... ... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুত্‌বা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দেন।

١١٠٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ اَخْبَرَنِىْ شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السَّوَائِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطِيْلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيْرَاتٌ ـ

১১০৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ (র) ... ... হযরত জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে ওয়ায-নসীহত দীর্ঘ করতেন না এবং সংক্ষিপ্ত খুত্‌বা দিতেন।

٢٣٨. بَابُ الدَّنْوِ مِنَ الْاِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

২৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বার সময়ে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসা

١١٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِ اَبِيْ بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْاِمَامِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتّٰى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَاِنْ دَخَلَهَا -

১১০৮। আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) -- -- -- মুআয ইব্‌ন হিশাম (রহ) বলেন, আমি আমার পিতার হস্তলিখিত কিতাবে দেখেছি, কিন্তু আমি তাঁর মুখে শুনিনি। তিনি বলেন, আবু কাতাদা (র) হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মালিক হতে, তিনি সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) হতে বর্ণনা করছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র হয় তোমরা সেখানে হাযির হবে এবং ইমামের নিকটবর্তী স্থানে থাকবে। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সব সময় দূরে দূরে অবস্থান করবে (খুত্‌বা, যিকির ইত্যাদি হতে) যদিও সে বেহেশ্‌তী হয়, তবুও সে বিলম্বে তাতে প্রবেশ করবে।

٢٣٩. بَابُ الْاِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلْاَمْرِ يَحْدُثُ

২৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আকস্মিক কারণে ইমামের খুত্‌বায় বিরতি সম্পর্কে

١١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ حَدَّثَهُمْ نَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُوْمَانِ فَنَزَلَ فَاَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَاَيْتُ هٰذَيْنِ فَلَمْ اَصْبِرْ ثُمَّ اَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ -

১১০৯। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র) -- -- -- হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরায়দা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুত্‌বা দানকালে হযরত হাসান ও হুসায়েন (রা) লাল ডোরা বিশিষ্ট জামা পরিধান করে সেখানে আসার সময় (অল্প বয়স্ক হওয়ায়) পিছলিয়ে পড়ে যান। নবী করীম (স)

খুতবা বন্ধ করে মিম্বর হতে অবতরণ করে তাঁদেরকে নিয়ে পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করেন। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন ঃ "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি ফিত্‌নাস্বরূপ।" আমি উভয়কে (পড়ে যেতে) দেখে সহ্য করতে পারিনি। অতঃপর তিনি খুত্‌বা দেওয়া শুরু করেন - - (তিরমিযী, নাসাঈ)। ১

٢٤٠. بَابُ الْاِحْتِبَاءِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

২৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুত্‌বা দেয়ার সময় কাপড় জড়িয়ে বসাবে না

١١١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ -

১১১০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আওফ (র) - -- -- মুআয ইব্‌ন আনাস (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে ইমামের খুত্‌বা প্রদানের সময় হাঁটু উপরে উঠিয়ে কাপড় জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন - - (তিরমিযী)।

١١١١- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ نَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّىُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزَّبْرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ شَهِدْتُّ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَجَمَعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَاِذَا جُلُّ مَنْ فِى الْمَسْجِدِ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَيْتُهُمْ مُحْتَبِيْنَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ بْنُ عُمَرَ يَحْتَبِىْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ وَ انَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِىُّ وَمَكْحُوْلٌ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ لَا بَاْسَ بِهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَبْلُغْنِىْ اَنَّ اَحَدًا كَرِهَهَا اِلَّا عُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ -

(১) এ সময় একজনের বয়স ছিল চার বছর এবং অন্য জনের তিন বছর। — অনুবাদক

১১১১। দাউদ ইব্ন রাশীদ (র) ..... ইয়ালা ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত মুআবিয়া (রা)-র সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত ছিলাম এবং তিনি সেদিন জুমুআর নামাযের ইমামতি করেন। আমি দেখতে পাই যে, মসজিদের উপস্থিত অধিকাংশ লোকই নবী করীম (স)-এর সাহাবী। ঐ সময় আমি তাঁদেরকে ইমামের খুত্বা প্রদানের সময় কাপড় জড়িয়ে হাঁটু উপরে উঠিয়ে বসতে দেখি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইমাম খুতবা দেয়ার সময় হযরত ইব্ন উমার (রা) কাপড় জড়িয়ে হাঁটু তুলে বসতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা), শুরায়হ, সা'আসা, সাঈদ, ইব্রাহীম, মাকহূল, ইসমাঈল এবং নাঈম ইব্ন সালামা প্রমুখ রাবীদের মতে — কাপড় জড়িয়ে হাঁটু তুলে বসায় কোন দোষ নাই। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, উবাদা ইব্ন নাসী ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বসাকে মাকরূহ বলেছেন কিনা আমার জানা নাই।

٢٤١. بَابُ الْكَلاَمِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

২৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুত্বা দেয়ার সময় কথা বলা নিষেধ

١١١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قُلْتَ اَنْصِتْ وَ الْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ـ

১১১২। আল্-কানাবী .. .. .. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ইমামের খুত্বা দেয়ার সময় যদি তুমি কাউকে চুপ থাকতেও বল, তবে তুমি বেহুদা কাজ করলে- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١١١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ نَا يَزِيْدُ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُوْ وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُوْ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ شَاءَ اَعْطَاهُ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِاِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ اَحَدًا فَهِىَ كَفَّارَةٌ اِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِىْ تَلِيْهَا وَزِيَادَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ـ

১১১৩। মুসাদ্দাদ ও আবু কামেল (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মসজিদে তিন প্রকারের লোক হাজির হয়ে থাকে। এক ধরনের লোক মসজিদে উপস্থিত হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরাফেরা করে এবং অনর্থক কথা বলে। আর এক ধরনের লোক মসজিদে হাজির হয়ে খুত্‌বার সময় দু'আ ইত্যাদিতে মশ্‌গুল থাকে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এদের দু'আ কবুল করতে পারেন এবং নাও করতে পারেন। আর এক ধরনের লোক মসজিদে হাজির হয়ে খুত্‌বা পাঠের সময় নিশ্চুপ থাকে এবং অন্যের ঘাড়ের উপর দিয়ে চলাফেরা করে না এবং অন্যকে কষ্ট দেয় না। এই ব্যক্তির জন্য বিগত জুমুআ হতে এ পর্যন্ত এবং সামনের তিন দিনের জন্য এই নীরবতা কাফ্‌ফারাস্বরূপ হবে। তা এইজন্য যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজ করবে সে তার বিনিময়ে এর দশগুণ ছওয়াব পাবে।"

٢٤٢. بَابُ اِسْتِيْذَانِ الْمُحْدِثِ لِلْاِمَامِ

২৪২. অনুচ্ছেদ ঃ উযু নষ্ট হলে ইমামের অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে

١١١٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُصِّيْصِيُّ نَا حَجَّاجٌ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِاَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ ـ

১১১৪। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র) ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যখন নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো হাদাছ হয় (উযু নষ্ট হয়), তখন সে যেন তার নাক ধরে বের হয়ে যায় (নাক ধরা উযু নষ্টের পরিচায়ক) -- (ইবন মাজা)।

٢٤٣. بَابُ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

২৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুত্‌বা দেয়ার সময় মসজিদে উপস্থিত হলে

١١١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ ـ

১১১৫। সুলায়মান ইবন হারব (র) ------ জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খুত্‌বা দানকালে সেখানে এক ব্যক্তি আগমন করেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ হে অমুক! তুমি কি নামায পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে নাও-- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

١١١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ وَّ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَّعَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ اَصَلَّيْتَ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيْهِمَا -

১১১৬। মুহাম্মাদ ইবন মাহবুব (র) ------ জাবের (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খুত্‌বা দানকালে সেখানে সালীক আল-গাতাফানী (রা) নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হন। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি কি কিছু (নামায) পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি (স) তাকে বলেন ঃ তুমি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায আদায় কর-- (মুসলিম, ইবন মাজা)।

١١١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا -

১১১৭। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ... জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সুলায়ক (রা) মসজিদে আগমন করেন। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে যে, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসল্লীদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ ইমামের খুতবা দেয়ার সময় যদি তোমাদের কেউ মসজিদে আসে তবে সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে নেয় --- (নাসাঈ, মুসলিম)।[১]

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে ইমামের জুমুআর খুত্‌বা দেয়ার সময় নামায আদায় করা মাকরূহ। ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতানুযায়ী এ সময় নামায পড়া জায়েয। --- অনুবাদক

٢٤٤. بَابُ تَخَطِّىْ رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিনে লোকের কাঁধ টপ্‌কিয়ে সামনে যাওয়া সম্পর্কে

١١١٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ نَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ ـ

১১১৮। হারূন ইবন মারূফ (র) ... আবুল-জাহিরিয়া (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (স)-এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন বিশ্‌র (রা)-র সাথে জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় এক ব্যক্তি এসে লোকদের ঘাড় টপ্‌কিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিল। তখন আবদুল্লাহ ইবন বিশ্‌র (রা) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জুমুআর খুত্‌বা দানকালে এক ব্যক্তি লোকের ঘাড় টপ্‌কিয়ে যেতে থাকলে তিনি (স) তাকে বলেন ঃ তুমি বস ! তুমি অন্যকে কষ্ট দিচ্ছ।

٢٤٥. بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

২৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুত্‌বা দেওয়ার সময় কারো তন্দ্রা আসলে

١١١٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا نَعِسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَّجْلِسِهِ ذٰلِكَ اِلٰى غَيْرِهِ ـ

১১১৯। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি মসজিদে কোন ব্যক্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তবে সে যেন স্বীয় স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে বসে - (তিরমিযী)।

٢٤٦. بَابُ الْاِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

২৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বা শেষে মিম্বর হতে নেমে ইমামের কথা বলা সম্পর্কে

١١٢٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ وَهُوَ ابْنُ حَازِمٍ لَا اَدْرِىْ كَيْفَ قَالَهُ

مُسْلِمٌ اَوْ لاَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِى الْحَاجَةِ فَيَقُوْمُ مَعَهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَبِهِ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ -

১১২০। মুস্‌লিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বর হতে নামতে দেখলাম। এ সময় এক ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তখন তিনি (স) তার প্রয়োজন পূরণের পর নামায আদায় করেন – (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٤٧. بَابُ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

২৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাকাত পায়

١١٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ -

১১২১। আল-কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেল, সে যেন সম্পূর্ণ নামায প্রাপ্ত হল – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٤٨. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ

২৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের কিরাআত সম্পর্কে

١١٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَشِيَةِ قَالَ وَرُبَمَا اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ فَقَرَأَبِهِمَا -

১১২২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুই ঈদ ও জুমুআর নামাযে "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আলা" এবং "হাল আতাকা হাদীছুল-গাশিয়াহ" সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন। রাবী বলেন, ঈদ ও জুমুআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হলেও তিনি এই সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ـ

১১২৩। আল-কানাবী (র) ... আদ-দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা)-কে প্রশ্ন করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআর পরে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি "হাল্‌ আতাকা হাদীছুল-গাশিয়াহ" পাঠ করতেন – (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٢٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَاَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَفِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ فَاَدْرَكْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ حِيْنَ اِنْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّكَ قَرَاْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِىٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ

১১২৪। আল-কানাবী (র) ... ইব্‌ন আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা) জুমুআর নামাযের ইমামতি করার সময় প্রথম রাকাতে সূরা "জুমুআ" এবং দ্বিতীয় রাকাতে "ইযা জাআকাল্‌ মুনাফিকূন" সূরা পাঠ করেন।

রাবী বলেন, তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় আমার সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি— হযরত আলী (রা) কুফাতে যে সূরাদ্বয় পাঠ করেছিলেন, আপনি তো তা-ই পাঠ করলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জুমুআর নামাযে এই সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতে শুনেছি — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ـ

১১২৫। মুসাদ্দাদ (র) ... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযের প্রথম রাকাতে "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আলা" এবং দ্বিতীয় রাকাতে "হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" তিলাওয়াত করতেন – (নাসাঈ)।

٢٤٩. بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالْاِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

২৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুক্‌তাদীর মাঝখানে প্রাচীর থাকলে

١١٢٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا هُشَيْمٌ اَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِهِ مِنْ وَّرَاءِ الْحَجْرَةِ ـ

১১২৬। যুহায়ের ইব্‌ন হারব (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজরাতে অবস্থান করে নামাযে ইমামতি করেন। এসময় লোকেরা (মুক্‌তাদীগণ) হুজরার পেছনের দিকে থেকে তাঁর ইক্‌তিদা করেন – (বুখারী)।

٢٥٠- بَابُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

২৫০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর ফরযের পরে সুন্নাত নামায আদায় সম্পর্কে

١١٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا اَيُّوْبُ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاٰى رَجُلاً يُّصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ اَتُصَلِّىْ الْجُمُعَةَ اَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১১২৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ (র) ... নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) কোন এক ব্যক্তিকে জুমুআর নামায আদায়ের পর স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত (নফল) নামায আদায় করতে দেখেন। তিনি তাঁকে উক্ত স্থান হতে সরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি কি জুমুআর নামায চার রাকাত আদায় করবে? আব্‌দুল্লাহ (রা) জুমুআর দিনে নিজের ঘরে দুই রাকাত নামায (নফল) আদায় করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলে করীম (স) এইরূপ করতেন।

١١٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ اَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيْلُ الصَّلٰوةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّيْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهٖ وَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ـ

১১২৮। মুসাদ্দাদ (র) ... নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) জুমুআর পূর্ববর্তী নামায (অর্থাৎ সুন্নাত) দীর্ঘায়িত করতেন এবং জুমুআর নামায আদায়ের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত আদায় করতেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপে জুমুআর দিনে নামায আদায় করতেন – (নাসাঈ, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١١٢٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَطَاءِ بْنِ اَبِي الْخَوَارِ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اُخْتِ نَمِرٍ يَسْاَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَاٰى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَاتَصِلْهَا بِصَلٰوةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ فَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِذٰلِكَ اَنْ لَاتُوْصَلَ صَلَاةٌ بِصَلٰوةٍ حَتّٰى يَتَكَلَّمَ اَوْ يَخْرُجَ ـ

১১২৯। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... নাফে ইব্‌ন যুবায়ের (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইব্‌ন আতা (রহ) তাঁকে সায়েব (রা)-র খিদমতে এই সংবাদসহ পাঠান যে, আপনি নামায আদায়কালে মুআবিয়া (রা) আপনাকে কি করতে দেখেছেন? তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদের মেহ্‌রাবে তাঁর সাথে জুমুআর নামায আদায় করি। নামাযের সালাম ফিরাবার পর আমি স্বস্থানে অবস্থান করে নামায আদায় করি। এ সময় মুআবিয়া (রা) তাঁর

ঘরে গিয়ে আমার নিকট সংবাদ পাঠান যে, তুমি এখন যেরূপ করেছ এরূপ আর কখনও করবে না। জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর, স্থান না বদলিয়ে বা কথা না বলে পুনঃ নামাযে দাঁড়াবে না। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কেউ যেন এক নামাযের (ফরয) সাথে অন্য নামায না মিলায়, যতক্ষণ না সে ঐ স্থান ত্যাগ করে বা কথা বলে – (মুসলিম)।

١١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رِزْمَةَ الْمَرْوَزِىُّ اَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ـ

১১৩০। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আযীয (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মক্কায় অবস্থানকালে জুমুআর (ফরয) নামায আদায়ের পর নিজ স্থান ত্যাগ করে একটু সামনে এগিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর আরো একটু সামনে এগিয়ে চার রাকাত আদায় করেন। আর তিনি মদীনায় অবস্থানকালে জুমুআর ফরয নামায আদায় শেষে ঘরে ফিরে দুই রাকাত আদায় করতেন। তখন তাঁকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এইরূপ করতেন।

١١٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا وَتَمَّ حَدِيْثُهُ وَقَالَ ابْنُ يُوْنُسَ اِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوْا بَعْدَهَا اَرْبَعًا قَالَ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ يَا بُنَىَّ فَاِنْ صَلَّيْتَ فِى الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَتَيْتَ الْمَنْزِلَ اَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ـ

১১৩১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ও মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর অন্য নামায আদায় করে সে যেন চার রাকাত আদায় করে (এটা রাবী ইব্‌নুস-সাব্বাহের বর্ণনা)। তিনি (স) আরো ইরশাদ করেন ঃ জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর চার রাকাত নামায আদায় করবে।

রাবী সাহ্‌ল (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, হে বৎস ! যদি তুমি জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় কর, তবে ঘরে ফিরেও দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এই বর্ণনাটি রাবী ইব্‌ন ইউনুসের - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ كَذٰلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -

১১৩২। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামায পড়তেন - (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

١١٣٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ اَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ الْجُمُعَةَ قَلِيْلاً غَيْرَ كَثِيْرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِيْ اَنْفَسَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَرْكَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ قَالَ مِرَارًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ وَ لَمْ يُتِمَّهُ -

১১৩৩। ইবরাহীম ইবনুল-হাসান (র) ... হযরত আতা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-কে জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর নিজ স্থান হতে একটু সরে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করতে দেখেন। অতঃপর তিনি আরেকটু সরে গিয়ে চার রাকাত নামায আদায় করেন।

রাবী বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি ইব্‌ন উমার (রা)-কে এইরূপে নামায আদায় করতে কতবার দেখেছেন? তিনি বলেন, বহুবার।

٢٥١. بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

২৫১. অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামায

١١٣٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ -

১১৩৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা বছরে দুইটি দিন (নায়মূক ও মিহিরজান) খেলাধূলা ও আনন্দ-উৎসব করে থাকে। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ এই দুটি দিন কিসের? তারা বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এ দুইদিন খেলাধূলা ও উৎসব করতাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই দুই দিনের বিনিময়ে অন্য দুটি উত্তম দিন দান করেছেন এবং তা হল ঃ কুরবানী ও রোযার ঈদের দিন (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٢٥٢. بَابُ وَقْتِ الْخُرُوْجِ اِلَى الْعِيْدِ

২৫২. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের জন্য মাঠে যাওয়ার সময়

١١٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ نَا صَفْوَانُ نَا يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِىُّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِىْ يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الْاِمَامِ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ -

১১৩৫। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... ইয়াযীদ ইব্‌ন খুমায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র (রা) ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন লোকদের সাথে নামায আদায়ের জন্য রওয়ানা হন। ইমামের বিলম্বের কারণে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা এমন সময় অর্থাৎ ইশরাকের সময় (সূর্য কিছু উপরে উঠতে) নামায-ই শেষ করতাম। - (ইব্‌ন মাজা)।

٢٥٣- بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِى الْعِيْدِ

২৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মাঠে যাওয়া

١١٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَحَبِيْبٍ وَّ يَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَهِشَامٍ فِىْ اٰخَرِيْنَ عَنْ مُّحَمَّدٍ اَنَّ اُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُّخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ يَوْمَ الْعِيْدِ قِيْلَ فَالْحُيَّضُ قَالَ لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لِاَحَدِهِنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةٌ مِّنْ ثَوْبِهَا -

১১৩৬। মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ... উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য মহিলাদের নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁকে হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ ওয়ায নসীহতে ও দু'আয় তাদেরও হাযির হওয়া উচিত। এ সময় এক মহিলা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শরীর ঢেকে ঈদের নামাযে যাওয়ার মত কাপড় যদি কারো না থাকে তবে সে কি করবে? তিনি বলেন ঃ তার সাথী মহিলার অতিরিক্ত কাপড় জড়িয়ে যাবে।

١١٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ قَالَ وَحَدَّثَتْ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ امْرَاَةٍ تُحَدِّثُهُ عَنِ امْرَاَةٍ اُخْرٰى قَالَتْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ مَعْنٰى مُوْسٰى فِى الثَّوْبِ -

১১৩৭। মুহাম্মাদ ইবন উবায়েদ (র) ... উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। অতঃপর নবী করীম (স) বলেন ঃ হায়েযগ্রস্ত মহিলারা অন্যদের হতে পৃথক থাকবে। এই হাদীছে কাপড়ের কথা উল্লেখ নাই।

١١٣٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَتْ وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ -

১১৩৮। আন-নুফায়লী (র) ... উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। রাবী বলেন, ঋতুবতী মহিলারা সকলের পিছনে থেকে কেবলমাত্র লোকদের সাথে তাকবীরে শামিল হবে – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

١١٣٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ يَعْنِى الطَّيَالِسِىُّ وَمُسْلِمٌ قَالاَ نَا اِسْحٰقُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْاَنْصَارِ فِىْ بَيْتٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ اَنَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْكُنَّ وَاَمَرَنَا بِالْعِيْدَيْنِ اَنْ نُّخْرِجَ فِيْهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعَتِّقَ وَلاَجُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ـ

১১৩৯। আবুল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী ও মুসলিম (র) ... উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে আনসারদের মহিলাদেরকে এক বাড়ীতে একত্রিত করেন। অতঃপর তিনি (স) হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বাড়ীর দরজার নিকট এসে আমাদেরকে সালাম করলে আমরা তার জবাব দেই। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দূত হিসাবে তোমাদের নিকট হাযির। তিনি আমাদেরকে ঈদের নামাযে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেন এবং ঋতুবতী ও বিবাহযোগ্যা কিশোরীদেরকেও সেখানে হাযির হতে বলেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের (মহিলাদের) উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। তিনি আমাদেরকে জানাযায় যেতে নিষেধ করেন।

٢٥٤ـ بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ

২৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিনের খুতবা (ভাষণ)

١١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ اَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِىْ

يَوْمِ عِيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ يَّخْرُجُ فِيْهِ وَبَدَاَتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ مَنْ هٰذَا قَالُوْا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فَقَالَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى بِمَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَّاٰى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ اَنْ يُّغَيِّرَهُ بِيَدِهٖ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ

১১৪০। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা এবং কায়েস ইবন মুসলিম (র) ... হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ঈদের দিনে মারওয়ান খুত্‌বা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বর স্থাপন করেন এবং নামাযের পূর্বেই খুতবা দেওয়া শুরু করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, হে মারওয়ান! তুমি সুন্নাতের বরখেলাফ করছ। তুমি ঈদের দিনে মিম্বর বাইরে এনেছ, যা ইতিপূর্বে কখনও করা হয়নি এবং তুমি নামাযের পূর্বে খুত্‌বা দিয়েছ। তখন আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা) বলেন, এই ব্যক্তি কে? তারা বলেন, অমুকের পুত্র অমুক। তিনি বলেন, সে তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন শরীআত বিরোধী কোন কাজ হতে দেখে, তখন সম্ভব হলে তাকে হাত (শক্তি) দ্বারা বাঁধা দিবে। যদি হাত দ্বারা তাকে বাঁধা দেয়া সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা বলবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে তাকে অন্তরে খারাপ জানবে এবং এটা দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক – (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

١١٤١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى فَبَدَاَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّاُ عَلٰى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِى النِّسَاءُ فِيْهِ الصَّدَقَةَ قَالَ تُلْقِى الْمَرْاَةُ فَتْخَهَا وَيُلْقِيْنَ وَيُلْقِيْنَ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ فَتْخَتَهَا ـ

১১৪১। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ... জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌রের দিনে খুত্‌বার পূর্বে

নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি খুত্‌বা (ভাষণ) দেন। খুত্‌বা শেষ করার পর নবী করীম (স) মহিলাদের নিকট যান এবং তাদের উপদেশ দান করেন। এ সময় তিনি বিলাল (রা)-র হাতের উপর ভর করেছিলেন এবং বিলাল (রা) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে মহিলারা দান-ছদ্‌কাহ নিক্ষেপ করেন।

রাবী বলেন, এ সময় মহিলারা নিজেদের গহনাপত্রও সেখানে দান করছিলেন এবং এব্যাপারে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করা হচ্ছিল – (নাসাঈ)।

١١٤٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ ح وَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ اَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ -

১১৪২। হাফস ইব্‌ন উমার ও ইব্‌ন কাছীর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌রের দিন নামায শেষে খুতবা (ভাষণ) দেন। অতঃপর তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে সাথে নিয়ে মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান-ছদ্‌কার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তারা নিজেদের অলংকারাদি দান করতে থাকেন – (আহ্‌মাদ)।

١١٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّاَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءُ فَمَشٰى اِلَيْهِنَّ وَبِلَالٌ مَّعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَكَانَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِىْ ثَوْبِ بِلَالٍ -

১১৪৩। মুসাদ্দাদ এবং আবু মামার (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ধারণা করেন যে, মহিলাগণ তাঁর উপদেশ শুনতে পাচ্ছে না (দূরে অবস্থানের ফলে)। তাই তিনি বিলাল (রা)-কে নিয়ে তাঁদের নিকট গিয়ে উপদেশ দেন এবং তাদেরকে দানসদ্‌কা করার আদেশ দেন। মহিলারা তাদের কানের দুল, হাতের আংটি পর্যন্ত বিলাল (রা)-র কাপড়ের উপর (ছদ্‌কাস্বরূপ) নিক্ষেপ করেন – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلاَلٌ يَجْعَلُهُ فِيْ كِسَائِهِ قَالَ فَقَسَمَهُ عَلٰى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

১১৪৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, মহিলাগণ তাদের কানের অলংকার ও আংটি দান করছিলেন এবং বিলাল (রা) তাঁর কম্বলের মধ্যে তা জমা করেন। রাবী আরো বলেন, অতঃপর তিনি (স) তা গরীব মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

٢٥٥ـ بَابُ يَخْطُبُ عَلٰى قَوْسٍ

২৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ ধনুকের উপর ভর করে খুত্‌বা (ভাষণ) দেওয়া

١١٤٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ خَبَّابٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْوِلَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ ـ

১১৪৫। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... ইয়াযীদ ইব্‌নুল-বারা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ঈদের দিন হাদিয়া (উপহার) হিসাবে ধনুক প্রদান করা হলে তিনি তার উপর ভর করে খুত্‌বা (ভাষণ) দেন।

٢٥٦ـ بَابُ تَرْكِ الْاَذَانِ فِى الْعِيْدِ

২৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযে আযান নেই

١١٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ اَشَهِدْتَّ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لاَ مَنْزِلَتِيْ مِنْهُ مَا شَهِدْتُّهُ مِنَ الصِّغَرِ فَاَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمَ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَّلاَ

اِقَامَةً قَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ فَجَعَلْنَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ اِلَى اَذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ قَالَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১১৪৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবেস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)–কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কোন ঈদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি যদি তাঁর প্রিয়পাত্র না হতাম তবে ছোটবেলা থেকে তাঁর নিকটস্থ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না। কাছীর ইব্‌নুস–সাল্‌ত (রা)–এর ঘরের নিকট যে পতাকা ছিল, তিনি সেখানে যান এবং নামায আদায় করতঃ খুত্‌বা (ভাষণ) দেন।

রাবী বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের কথা উল্লেখ করেন নাই। অতঃপর তিনি (স) দান–খয়রাত সম্পর্কে উপদেশ দেন, যা শুনে মহিলাগণ তাঁদের কান ও গলা হতে স্বর্নালঙ্কার খুলে দান করতে থাকেন। তিনি বিলাল (রা)–কে মহিলাদের নিকট গিয়ে তা গ্রহণের নির্দেশ দেন। অতঃপর সেগুলো নিয়ে নবী করীম (স)–এর নিকট ফিরে আসেন – (বুখারী, নাসাঈ)।

١١٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيْدَ بِلاَ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ وَاَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ اَوْ وَعُثْمَانَ شَكَّ يَحْيٰى -

১১৪৭। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায আযান ও ইকামাত ব্যতীত আদায় করেন এবং হযরত আবু বাক্‌র (রা), হযরত উমার (রা) ও হযরত উছমান (রা)ও অদ্রূপ করেন – (ইব্‌ন মাজা)।

١١٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَمَرَّتَيْنِ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ -

১১৪৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বহুবার ঈদের নামায আযান ও ইকামত ব্যতীত আদায় করেছি – (মুসলিম, তিরমিযী)।

٢٥٧- بَابُ التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের তাক্‌বীর সংখ্যা

١١٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى فِى الْاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا -

১১৪৯। কুতায়বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌র ও ঈদুল-আযহার নামাযের প্রথম রাকাতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচবার তাক্‌বীর বলতেন - (ইবন মাজা)।

١١٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سِوٰى تَكْبِيْرَتَىِ الرُّكُوْعِ -

১১৫০। ইবনুস-সারহ (র) ... ইবন শিহাব (রহ) হতেও উপরোক্ত হাদীছটি একই রকম বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া - (ইবন মাজা)।

١١٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْاُوْلٰى وَ خَمْسٌ فِى الْاٰخِرَةِ الْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا -

১১৫১। মুসাদ্দাদ (র) ... আমর ইবনুল-আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঈদুল-ফিতরের প্রথম রাকাতে সাত তাক্‌বীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর এবং উভয় রাকাতে তাক্‌বীরের পরেই কিরাআত পাঠ করতে হয়।

١١٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ

يَعْلَى الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ فِى الْاُوْلٰى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُكَبِّرُ اَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ سَبْعًا وَخَمْسًا ـ

১১৫২। আবু তাওবা (র) ... আমর ইব্ন শুআয়েব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌রের প্রথম রাকাতে সাতটি তাক্‌বীর বলার পর কিরাআত পাঠ শুরু করতেন। কিরাআত শেষে তাক্‌বীর বলার পর প্রথম রাকাত সমাপনান্তে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে চারবার তাক্‌বীর বলে কিরাআত শুরু করতেন এবং পরে রুকূতে যেতেন – (ইব্ন মাজা)।

١١٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ اَبِىْ زِيَادٍ الْمَعْنٰى قَرِيْبٌ قَالاَ نَا زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِّاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَاَلَ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ اُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ اَبُوْ عَائِشَةَ وَاَنَا حَاضِرٌ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ ـ

১১৫৩। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... সাঈদ ইবনুল-আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আবু মূসা আল্-আশ্‌আরী (রা)-কে এবং হুযায়ফা ইবনুল-য়ামান (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌র ও ঈদুল-আয্‌হার তাকবীর কিরূপে আদায় করতেন। তিনি (আবূ মূসা) বলেন, তিনি জানাযার নামাযে চার তাক্‌বীর আদায় করতেন (অর্থাৎ তিনি জানাযার নামাযের অনুরূপ ঈদের নামাযের প্রতি রাকাতে চারটি তাক্‌বীর বলতেন এবং তা তাহরীমা ও রুকূর তাক্‌বীর সহ)। হুযায়ফা (রা) বলেন, আবু মূসা আল-আশআরী (রা) সত্য বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বস্‌রার আমীর থাকাকালে এইরূপে তাক্‌বীর দিয়েছি।

রাবী আবু আয়েশা বলেন ঃ সাঈদ ইবনুল্-আস (রা)ও হযরত আবু মূসা (রা)-র মধ্যে কথোপকথন কালে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

٢٥٨- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ

২৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের নামাযে কিরাআত পাঠ

١١٥٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِقَافْ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ -

১১৫৪। আল-কানাবী (র) ... উমার ইবনুল-খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আবু ওয়াকিদ আল-লায়ছী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌র ও ঈদুল-আযহার নামাযে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি (স) সূরা "কাফ্ ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ" এবং সূরা "ইক্‌তারাবাতিস্-সাআতু ওয়ান-শাক্‌কাল্ কামার" পাঠ করতেন – (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٥٩- بَابُ الْجُلُوْسِ الْخُطْبَةِ

২৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বা শুনার জন্য বসা

١١٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى الشَّيْبَانِيُّ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ هٰذَا مُرْسَلٌ -

১১৫৫। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাববাহ্ (র) ... আবদুল্লাহ ইবনুস-সায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামায আদায় করি। নামায শেষে তিনি বলেন ঃ আমি এখন খুত্‌বা দেব। যে তা শুনতে চায়, সে যেন বসে থাকে এবং যে চলে যেতে চায় সে যেতে পারে – (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٦٠- بَابٌ يَخْرُجُ اِلَى الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرِيْقٍ

২৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের জন্য এক পথ দিয়ে যাওয়া ও অন্য পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন

١١٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِىْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ -

১১৫৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায আদায়ের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন – (ইব্‌ন মাজা, মুসলিম, বুখারী)।

www.Banglainternet.com